নিদ্রিত নারায়ণ

(নূতন ধরণের সামাজিক নাটক)

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ ;
পি, এইচ্‌, ডি ; পি, আর এস্‌ প্রণীত।

নিদ্রিত নারায়ণ।

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

এম্ এ, পি, এইচ, ডি।

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার,

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩২৭ সাল।

মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

নিদ্রিত নারায়ণ

প্রথম চিত্র

[সহরের বস্তির সম্মুখের বড় রাস্তা। সেই রাস্তা হইতে একটা সরু গলি বস্তির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। দুই পাশে লম্বা খড়ের চালের ঘর। অধিকাংশ ঘরের চালের খড় জীর্ণ, বাঁশ আল্‌গা হইয়া গলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মধ্যে সরু গলিটি দেখা যাইতেছে। দুজনের অধিক পাশাপাশি সেই গলি দিয়া যাইতে পারে না। ঐ গলিতে প্রবেশ করিয়া একটা খড়ের ঘরের সম্মুখে প্রবোধমাষ্টার দাঁড়াইল। প্রবোধ মাষ্টার যুবাপুরুষ,—বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ, মুখে চোখে একটা জীবন্ত প্রতিভা ও সহৃদয়তার আভা; কোঁকড়া কোঁকড়া রুক্ষচুল কাঁধের উপর পড়িয়া মুখের শান্ত কোমলতার উপর একটা দেবত্বের আভাস আনিয়াছে। খড়ের ঘরের নীচে বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ও নর্দ্দামার পচা ময়লা মিলিয়া একটা নরকের সৃষ্টি করিয়াছে। ঘরের দাওয়া মোটে দুই হাত চওড়া। দাওয়ার এক প্রান্তে একটা কাঁচা মাটির

উনুন। উনুনে আগুন পড়ে নাই। ঘর খুব ছোট ও অন্ধকার। একখানা খাটিয়া কোন রকমে ধরে,—খাটিয়াতে ময়লা মাত্তর ও লেপ, বাহির হইতে দেখা যাইতেছে।]

প্রবোধ মাষ্টার—

আরে লছ্‌মিয়া, লছমিয়া

[বস্তির ভিতর হইতে কাতর স্বরে]

বাবু, বোড়ো জ্বর, বাবু

প্রবোধ মাষ্টার—

ডাক্তার আসে নি ?

[ভিতর হইতে]

ডাক্‌দার এ গলির মধ্যে আস্‌বে না,—বাবু !

প্রবোধ মাষ্টার—

তোর ছেলে কোথায় ?

[ভিতর হইতে]

কারখানায়, বাবু

প্রবোধ মাষ্টার—

এখনও আসেনি ?

[ভিতর হইতে]

ফুফুর সঙ্গে ওবর-টাইন কাজ কর্‌ছে, হুজুর

প্রবোধ মাষ্টার—

দাঁড়া তোর হাতটা দেখি একবার !

[ভিতর হইতে]

হাত দেখে কি হোবে, নসিব কি ফেরে—দেখবেন বাবু, শির বাঁচাকে—

[প্রবোধ মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিয়া কিছু পরে
বাহিরে আসিতে আসিতে]

আমি ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে কাউকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[গলি দিয়া রাস্তায় আসিতে আসিতে একটা মেটে ঘর হইতে অস্ফুট কাতরোক্তি শুনিয়া প্রবোধমাষ্টার দাঁড়াইয়া]

কি হয়েছে ? কে কাঁদছিস্ ?—বাবুলাল ?

[ঘর হইতে ক্রন্দন-স্বরে]

সে ঘর নেই, বাবুসাহেব

প্রবোধ মাষ্টার—

কোথায় গেল ? কি হয়েছে ?

[ঘর হইতে]

হামাকে মেরে হাড় তোড়ে দিয়েছে বাবু, কাল যে দারু পিয়েছিল। সেই মহাগ্‌গার বৎসর বাল বাচ্ছা মরে যেতে ও দারু পিয়ে এসি রকম হরদম মারে।

প্রবোধ মাষ্টার—

কি ভয়ঙ্কর ! সত্যি নাকি ?

[ঘর হইতে]

কাল তলব মিলেছিলো, কিছু ঘরে আন্‌তে পার্‌লে না, বাবু

প্রবোধ মাষ্টার—

সব নষ্ট করেছে ? তা এ সপ্তাহে তোরা খাবি কি ?

[ঘর হইতে]

খাবার কথা বল্‌লেই মারে, হুজুর। ভুখ লেগেছে বল্‌লে লাঠি মারে, তাই লখিয়া ভি কাল চলে গেলো

প্রবোধ মাষ্টার—

গেল ! কোথায় গেল ?

[ঘর হইতে]

ঘর্‌সে নিকলে গেলো, বাবু, বদ্‌মাস সব লে গেলো। (ক্রন্দন)

প্রবোধ মাষ্টার [স্তব্ধ হইয়া]

সর্ব্বনাশ ! কে এর প্রতিবিধান করবে ? কেউ না বোধ হয় !

[ঘর হইতে করুণ ক্রন্দন]

বহিন গেল, লখিয়া গেল,—হামার আদ্‌মী ভী যদি চলে

যায়, ওহি ডর লাগে। যত বলি ঘরে এনে দারু খা,—যা ঝুটাপুটি কর্‌বি ঘরে কর, তা নয়, যত বদমায়েসের আড্ডায় যাবে, কোন দিন মাথা ফুটে যাবে, ফির্‌বে না।

[প্রবোধ মাষ্টার ঐ সরু গলি দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। যেখানে রাস্তার আর একদিক হইতে আর একটা সরু গলি আসিয়া মিশিয়াছে, সেই মোড়ে একটা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কতকগুলি বালক ও যুবক বিড়ি তৈয়ার করিতেছে। পরিধানে অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র। তাহাদের মুখে একটা পাপাচারের কালিমা। কোলে এক একখান কুলায় তামাক পাতার কুচা ছড়ান রহিয়াছে। ঘরের বাহিরের দেওয়ালে দুই তিনটী স্ত্রীলোকের সাড়ী শুকাইতেছে। পাশে কয়েকজন জুয়া খেলিতেছে। সকলে মিলিয়া খুব গোলমাল করিতেছে এবং নানা অশ্লীল বাক্য সেই গোলমালের মধ্য হইতে শুনা যাইতেছে। মাষ্টার ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া উহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর পতিতা স্ত্রীলোক চৌকাটের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

উহাদের মধ্যে একজনকে চিনিতে পারিয়া প্রবোধ মাষ্টার চমকিত হইল। সেও প্রবোধ মাষ্টারকে দেখিয়া লজ্জিত হইল।]

প্রবোধ মাষ্টার [অগ্রসর হইয়া]

তুমি এখানে, কেন, মুনিয়া ? তোমার মাকে ছেড়ে এলে ? তোমার ছেলে কৈ ?

[সে নত বদনে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গেল। অন্য সকলে তাহাকে ও প্রবোধ মাষ্টারকে লইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল।]

"ওলো—ও মুনিয়া—এ কে এলো লো ?"

"ওলো—শোন্ শোন্—"

"আসুন বাবু, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?"

"মুনিয়াকে ধরে আন্‌ছি—ভেতরে আসুন ঠাণ্ডা সরবৎ আছে। ওরে একটা পান দেনা।"

"এঃ আপনি বেজায় বেরসিক লোক।"

"কোথায় যাচ্ছ, মাণিক, লজ্জা কি ? এসই না—সোজা রাস্তা, চলে এস !"

[প্রবোধ মাষ্টার লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় চলিয়া আসিল। পথে পশু, অমূল্য, যতু, শ্যামা প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি স্কুল-ফেরতা বালকের সহিত প্রবোধ মাষ্টারের সাক্ষাৎ]

পশু—

একি মাষ্টার-মশায় কি হয়েছে ? আপনি অমন করে—

প্রবোধ মাষ্টার—

কিছু হয় নি—সামান্য একটু আঘাত লেগেছে মাত্র

সকলে—

কোথায়? কোথায়? কোথায় লাগ্‌ল? কি করে লাগ্‌ল?

প্রবোধ মাষ্টার [হাসিয়া]

ভয় নেই রে কেউ আমায় মারে নি

শম্ভু [আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে]

তবে নিশ্চয় ঐ বস্তির কেউ অপমান করেছে—

অমূল্য—

বলুন না, মাষ্টার মশায়,—দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা

প্রবোধ মাষ্টার—

আরে না—না—কিচ্ছু হয় নি। পাঁকে নাম্‌তে গেলে কাদা একটু লাগে না? তাই হয়েছে

যদু—

তবু শুনি, কে কি বলেছে?

প্রবোধ মাষ্টার—

একটুতেই যদি আস্তিন গুটিয়ে বসি ভাই, তাহ'লে কি আর এ কাজে নাম্‌তে সাহস কর্‌তাম? অপমান বা নিন্দা এ সব কাজে থাকলে একটু সইতে হয়!

শ্যামা—

কে অপমান করেছে আপনাকে? না মাষ্টারমশায়, আমাদের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে আপনি একা ঐ সব এঁদো গলির মধ্যে, ঐ সব জানোয়ারদের কাছে, যেতে পাবেন না।

প্রবোধ মাষ্টার—

ছি! ছি! শ্যামা বলিস্ কি? ওরাও যে আমাদেব একেবারে আপনার জন। ওদের অপমান করিস্ নে, মনে মনেও ওদের অপমান করিস্ নে। অপমান! অপমান কে করেছে? আমিই আমাকে কর্‌ছি, করিছি। যতদিন একটী মানুষও দারিদ্র্যে ও দুঃখে, অজ্ঞানে ও পাপে ডুবে থাকবে ততদিন মানুষের সম্মান কোথায়? কোথাও না ভাই কোথাও না। যারা মানুষকে এমন অবস্থায় এমন নরক কুণ্ডে পড়ে পচতে দেখেও সুশীল সুবোধ হয়ে কাপড়ে কাদা না লাগিয়ে বসে আছে, তারা মানুষের যত অপমান করে, তত যে ডোম ডোখলা হাড়ি মেথর—তাদের সমস্ত ময়লা আমাদের গায়ে ঢেলে দিয়েও কর্‌তে পারে না। মানুষের মধ্যে মান অপমানের কথা তুলো না। যতদিন মানুষ, বাধ্য হয়েই হোক্, আর আত্মরক্ষার জন্যই হোক্, মানুষকে বাঁচাবার বা তোলবার ব্যবস্থা না করে কেবল ঘৃণা ও শাস্তির উঁচু পাথরের পাঁচিল তুলে তারই মধ্যে তাদেরই মত মানুষকে,

তাদেরই মত মায়ের ছেলেকে, ছেলের মাকে, পতির পত্নীকে, পত্নীর পতিকে, ভাইয়ের ভগ্নীকে, ভগ্নীর ভাইকে, চির জীবনের জন্য বেঁধে রাখ্বার ব্যবস্থা কর্বে ততদিন আমাদের মান অপমানের কথা তুলো না। যারা এখন পর্য্যন্ত মানুষকে মানুষ কর্বার ব্যবস্থা না করে চিড়িয়াখানার বাঘ ভালুক বা সমাজের শিয়াল কুকুর করে' রাখবার ব্যবস্থা করেছে, তাদের জগতে বাস করে', গোটাকতক মূর্খ অজ্ঞানান্ধ ভাই ভগ্নীর বিরুদ্ধে বিচলিত হ'বার অধিকার আমার নেই।

শ্যামা—

তা বলে' কারুর ভাল কর্তে গিয়ে উল্টে আপনি যে তার হাতে অপমান খাবেন এ আমরা সইতে পার্বো না।

যদু—

সইব ত নাই, বরং তাদের উচিত মত শিক্ষা দিয়ে দেব! যারা মদ খায়, বদ্মায়েসি করে, তাদের যদি শাস্তি না হয়, তাহ'লে কারুর যে পাপের ভয় থাক্বে না।

মাষ্টার—

তা ঠিক, কিন্তু চোর হোক্, মাতাল হোক্, বদ্মায়েস হোক এটা নিশ্চয়, সোজা পথ ছেড়ে পাপের পেছল পথে যার পা হড়কায় তার তত দোষ নয়, যতদোষ সেই অবস্থার ও ঘটনার যার মধ্যে সে জীবন কাটাতে বাধ্য।

অমূল্য—

কি রকম অবস্থা, কি রকম ঘটনার কথা বল্‌ছেন আপনি ?

মাষ্টার—

ধর, ঐ বস্তির একটা কুলী, বাবুলালের কথা—তুমি ত তাকে জান—যখন সে পল্লীগ্রামে ছিল, হঠাৎ তার বাপ মরে যেতে অনেক ঋণে সে জড়িয়ে পড়ে। সেই সময় যদি কেউ ওকে কিছু সাহায্য করত, কিম্বা সৎপথে থেকে যদি পল্লীগ্রামে সে চালাতে পারত, তা হ'লে ওকে অন্নের চেষ্টায় এই সহর তলীতে এসে এই বস্তিতে বাসা নিতে হ'ত না—কিম্বা তার ওপরে যখন কারখানায় বার ঘণ্টার কাজের পর সে প্রলোভনে পড়ে অসৎ সঙ্গে শরীরের ক্লান্তি গ্লানি দূর করবার জন্য বেশ্যা বাড়ী বা মদের দোকানের দিকে সন্ধ্যাবেলায় ছুটত, তখন যদি এই পোড়ামুখো শ্রমজীবীদের জন্য কোন নির্দ্দোষ আমোদের ব্যবস্থা থাকত, তাহ'লে বাবুলাল আজ এমন বিশ্রী মাতাল হ'ত না! সে ত ক্রমাগত তা'র চারিদিকে দেখছে যে মানুষ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, তারপর বাড়ী এসে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি গালাগালি করে, তারপর শুঁড়ি বাড়ী জুটে মদ খায়, তারপর বেশ্যা বাড়ী গিয়ে রোগ নিয়ে ফিরে আসে, তারপর হাঁসপাতালে গিয়ে মরে। এর ভিতর থেকে, এমন ব্যবস্থার মধ্যে এই বাবুলাল ছাড়া আর কি রকম মানুষ আশা কর ?

শ্যামা—

সত্যি এমন হয় ?

মাষ্টার মশায়—

তাই আবার জিজ্ঞাসা করছ ? চারিদিকে দেখছ নিজেরা তাই নিয়ে খাটছ, তবুও বিশ্বাস হ'চ্ছে না ? আমি এই দরিদ্র দুঃখী পাপীদের মধ্যে যত ঘুরি ততই দেখি তাদের মধ্যে নারায়ণ সুপ্ত, বিমূঢ়। তাঁকে জাগিয়ে তুলবে সমাজের উদারতর স্নেহকরুণ শিক্ষা, আর আমাদের অন্তরে নারায়ণ জাগবেন এই শিক্ষা দিতে গিয়ে, এদের হাতে মারধর খেয়ে অপমানিত হয়ে !

অমূল্য—

আচ্ছা মাষ্টার মশায়, মুসলমান গরীবদের মধ্যেও কি নারায়ণ থাকে ?

মাষ্টার—

[আবেগাতিশয্যের মধ্যে ঐ প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়াই বলিয়া যাইতেছে]

ঐ যে বিড়ির দোকানটা দেখা যাচ্ছে—ওর ভেতর দিকে বেশ্যারাও থাকে। ঐখানে মুনিয়া বলে একটা আমার চেনা স্ত্রীলোক বোধ হয় আজ কদিন হ'ল এসেছে—এখনি আমি তাকে দেখে এলাম। ওর বিষয় আমি বলতে পারি মুনিয়াও

সংসারে আমাদেরই মত একটা সাধারণ জীব হয়ে সুখে ঘরকন্না করতে পারত। কিন্তু এমনি আমাদের পোড়া পেটের দায়, এমনি আমাদের সংসারে পতনের সুব্যবস্থা যে ঐ মূঢ় অন্নহীন মেয়েটির পক্ষে সৎপথে থাকা অসম্ভব হয়েছিল। তাকে যেন আমরা ঠেলে ষড়যন্ত্র করে নরকের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম। তারপর তাকে বিচার করতে বসেছি,—বিচার কর্ত্তে ভারি মজা লাগে, তাই নানা উপায়ে আমরা পাপীর কাঠগড়া ভর্ত্তি করে রাখি!

শ্যামা—

কি ভয়ঙ্কর!

যদু—

ভয়ঙ্কর, কিন্তু সত্য।

প্রবোধ মাষ্টার—

আমার ত এই বাবুলাল, মুনিয়াদের পাপ ও লাঞ্ছনার কথা মনেও আসে না; এদের দেখে আমার মনে হয় কেবল মানুষের চরম দুঃখ, সমাজের নিষ্ফলতা ও আক্রোশ;—এদের দেহে ও অন্তরে দুঃখময় নারায়ণের অনন্ত বেদনা! তাই আমার মাথা আপনি নুয়ে পড়ে এদের পায়ের তলায়; এদের ভেতর যে দুঃখময় ভগবান আপনার হীনতায় নিরন্তর কাঁদছেন তাঁর জন্য, ব্যক্তিগত ভাবেও এদের প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধা জেগে ওঠে।

[সকলে ক্ষণকাল স্তব্ধ। ইতিমধ্যে হরির প্রবেশ]

পশু—

এই যে হরি!

অমূল্য—

এখনও বাড়ী যাস্‌নি যে?

হরি—

মধুর জন্যে কবরেজের কাছে গেছিলাম

অমূল্য—

দেখা পেলি?

হরি—

না, আবার রাতে আর একবার যেতে হ'বে। তারপর শুনেছেন, মাষ্টার মশায়, মলিনার সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গিয়েছে।

প্রবোধ মাষ্টার—

সে কিরে, কেন?

শ্যামা—

শুন্‌ছি, গৌরবাবু তলে তলে ভাঙ্‌চি দিয়েছে।

প্রবোধ মাষ্টার—

সত্যি নাকি? কি ভয়ানক! লোকটা মুখে এক, পেটে আর!

পশু—

আপনি এত চেষ্টা করে যোগাড় কর্‌লেন—গৌরবাবু সাহায্য কর্‌বেন বলে শেষে এই কর্‌লেন !

হরি—

আমরা যে গরীব, আমাদের ত এমনি হ'বেই।

শ্যামা—

অমন কথা বলো না—আমাদের মাষ্টারমশায় আছেন—তিনি তোমাদের কত যত্ন করেন। তোমাকে তোমার ভাইকে,

প্রবোধ মাষ্টার—[দীর্ঘনিশ্বাসের পর]

ও কথা ছেড়ে দাও,—এখন যা হয় একটা কিছু কর্‌তে ত হ'বে। মলিনার বিয়ে ত দিতেই হ'বে।

শ্যামা—

কেন ?

প্রবোধ মাষ্টার—

না দিয়ে আর উপায় কি ? সমাজ ত ছাড়্‌বে না

পশু—

তাই বলে ও রকম নির্দ্দয় নিষ্ঠুর লোকদের কাছে বিলিয়ে দিতে হ'বে নাকি ?

অমূল্য—

মাষ্টার মশায়, একটা কথা বল্‌তে ভয় কর্‌ছে, যদি কিছু মনে না করেন ত বলি—

প্রবোধ মাষ্টার—

কি আবার মনে কর্‌ব? বলনা; আমিত তোমাদের শুধু শিক্ষক নই, আমি তোমাদের বন্ধুও ত বটে। আমার কাছে সঙ্কোচ কর্‌ছ কেন?

অমূল্য—

না, না, সঙ্কোচ নয়। তবে বলি, আপনার সঙ্গে ত হরির বোনের সম্বন্ধ হয়েছিল—আমি বলি—যদি সেটা হয়—

হরি—

না, না, ও কথা ছেড়ে দাও—মাষ্টারমশায় যে কাজ কর্‌ছেন বিয়ে থাওয়া কর্‌লে সে সব কাজ কি চলে?

প্রবোধ মাষ্টার—

কোনটা চলে এবং কোনটা চলা উচিত, সে দুটোর ধাক্কা অনবরত খাচ্ছি!—যা হোক্‌ এখন চল, ঐ দেখ পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ উঠ্‌ছে—শীগ্‌গির চল, বৃষ্টি এল বলে।—আমি একবার সতীশ ডাক্তারের ওথানে ও স্কুল ঘুরে তোমাদের ওধারে যাচ্ছি—তোমরা শীগ্‌গির বাড়ী যাও।

দ্বিতীয় চিত্র

[বস্তির অনতিদূরে একটা পুরাতন জীর্ণ বাড়ীর কক্ষ, উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখা যায়। দেওয়ালের মধ্যস্থলে আল্‌নায় ময়লা জামা কাপড়, একপাশে একটী কালীর, একটী কৃষ্ণঠাকুরের পট ; অন্যদিকে একটী অস্পষ্ট ব্রমাইড্ ফটো। একটী ছোট টেবিলে, হিসাবের খাতা, পাঁজি, স্তোত্রের বই, মেয়েলি হাতের লেখা গানের খাতা, গোটাকয়েক ঔষধের খালি শিশি, একটী মাটীর ভাঙ্গা গণেশ ; টেবিলের নিয়ে একটী কেরোসিন কাঠের বাক্সে গোটাকতক এনামেলের বাটী। দক্ষিণ দিকে একটী তক্তপোষে মলিন ছিন্ন শয্যা, ছেঁড়া মাদুর ও কাঁথা, একটা হাতল ভাঙ্গা চেয়ার দেওয়ালের গায়ে ঠেসান। সন্ধ্যা অতীত। তক্তপোষে বসিয়া করুণা ; করুণা—বিধবা ; একটা ময়লা থাটো কাপড় তাহার পরিধানে—সে বার বার দেশলাই জ্বালাইতেছে, দেশলাই বারবার বাতাসে নিভিয়া যাইতেছে। বাহিরে দুর্দ্দান্ত কালবৈশাখী ঝড়]

শিব্, শিব্।

[প্রদীপ এবারে জ্বলিল—বাহিরে ঝড়ের সোঁ। সোঁ। শব্দ]

[নবা ঘরে ঢুকিল, বয়স ১৭।১৮ বৎসর। গায়ে একখানা

চাদর লুটাইতে লুটাইতে আসিতেছে ; মদ্যপানে চক্ষুদ্বয় আরক্ত]

নবা—

বাপরে, একবারে ভিজিয়ে দিলে ; ঘরে কিছু খাবার আছে তো ?

[কেরোসিন বাক্সের উপর একটা বাটীতে রুটী গুড় এবং একটা চটা ওঠা চায়ের বাটীতে একটু ঠাণ্ডা চা—বাক্সটা টানিয়া আনিয়া করুণা]

থান্ দুই রুটী মোটে আছে, হরি স্কুল থেকে এসে খাবে যে—

নবা—

ও যা হয় খাবে, আমার এখন বড্ড খিদে পেয়েছে

করুণা—

দাড়া, তোকে এখুনি আলু পুড়িয়ে দিচ্ছি

নবা—

আমার বেলাই আলু পোড়া, না আমি রুটী খাব। কেবল হরে আর হরে, আমরা যেন ভেসে এসেছি

[বই খাতা লইয়া হরি প্রবেশ করিল, জামা কাপড় সব ভিজা]

হরি—

দিদি আমার রুটী কই—ওঃ উনি বুঝি গিলছেন

নবা [রুটী চিবাইতে চিবাইতে]

হিংসুক

হরি—

কুঁড়ের বাদ্‌শা ; খালি বসে বসে গিলবে আর যত মদ খাবে, ছোটলোক কোথাকার

নবা [রুটী চিবাইতে চিবাইতে]

তুই শুয়ার, স্কুলে পড়ে বলে যেন মাথা কিনেছে—মরে যাই আর কি !

হরি—

চোর কোথাকার, আমাদের মাষ্টার ম'শায়ের চাদর চুরি করেছ—আমি সব দেখেছি।

করুণা [নারিকেল ছোব্‌ড়ায় আগুন ধরাইয়া]

ছিঃ ভাই, মুখের আশ নিয়ে ঝগড়া করো না

[নবা রুটী শেষ করিয়া থালি বাটীটা হরির দিকে ঠেলিয়া দিয়া]

এই নে, খেয়ে ফেল

করুণা—

ছোবড়া ভিজে, বাপ্‌রে কি ধুঁয়ো—আলু পোড়াতে চোখ পুড়ল।

হরি—

পাজী শুয়ার বদমাস কোথাকার; পেট-ভরে খাবেন আবার ঝাল ঝাড়বেন

করুণা—

লক্ষীটি, বড় ভাইকে অমন করে গাল দিও না, ছিঃ

হরি—[কাঁদিয়া ফেলিয়া]

দিদি, তুমিও ওর দলে—আমি খাবার চাইনা

[সবেগে প্রস্থান করিল]

করুণা—

ও হরি-হরি—নবা, যা শীগ্‌গির; ঝড়ের মধ্যে কোথায় গেল

নবা—

[যাইতে যাইতে] যাবে আবার কোথায়, পেটের জ্বালায় বাপধনকে এখুনি ফিরতে হবে।

[করুণা আলুর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত; ঝড়ে বাড়ীটা যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। মধু ও কেলো দুইজনকে যেন ঝড়ই ঘরের ভিতর জোরে ঠেলিয়া দিল। কেলো খুব হাসিয়া উঠিল, মধু কষ্টে কাশিতে লাগিল]

কেলো—

ঝাপটায় একেবারে নর্দ্দমায় ফেলেছিল একটু হলে আর কি—রামঃ—রামঃ

মধু—

[হাঁপাইতে হাঁপাইতে] হরিটা [কাসি] এই ঝড়ে কোথায় ছুটে বেরুল আবার [কাসি]

করুণা—

নবার সঙ্গে খাবার নিয়ে ঝগড়া—নবাটার একটুও মায়া নেই

কেলো—

[আলুপোড়া খাইতে খাইতে]—ওর কি আর পদার্থ আছে, গরীবের দশ অবস্থা

করুণা—

কিছু স্থবিধে কর্ত্তে পার্ল্লে ওদিকে

কেলো—

না।

মধু—

পয়সা রোজগার করা অদৃষ্টে নেই, চাকরী হবে কেমন করে; এখানে চাকরী জুটবে না, তবে যদি যমপুরীতে জোটে [অত্যধিক কাসি]

করুণা—

করুণা—

ভগবানই অসহায়ের সহায় ; এসব আরজন্মের ধার শোধ

মধু—

দিদি, কাপড় দাও, ভিজেটা ছেড়ে ফেলি।

করুণা—

কাপড় ত আর নেই, হা অদৃষ্ট। তুই ভিজেটা খুলে এই কাঁথাটা জড়িয়ে বিছেনায় বস, আমি এটা মেলে দিই, কি করবি ভাই।

মধু—

[কাসিতে কাসিতে রক্ত বমি করিল, করুণা আঁচলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিল। মধু কাঁপিতে কাঁপিতে জীর্ণ কাঁথা দিয়া লজ্জা ও শীত দুই নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইল] মা গো আর না, ওঃ।

কেলো—

দিন আর চলবে না ; গয়না পত্র সব ত গেল এখন আর বিক্রী করবার কিছু নেই। খাটতে রাজী আছি, যে কোনও চাকরী, জুতো ঝাঁটা সব সইব, তবুও খাটতে পাব না, চাকরী জুটবে না। সংসারে সুখ নেই।

করুণা—

মলিনাকে আজ গৌরবাবুর আত্মীয়রা দেখতে এসেছিলেন,

.. চেয়েছেন; বাবা রেগে গিয়ে তাদেরই অপমান করে বসলেন, আর তাঁরা চলে গেলে রাগ পড়ল গিয়ে মলিনার ওপর; সে বেচারী মারধর খেয়ে ওঘরে একা বসে বসে কাঁদছে।

কেলো—

আমি গিয়ে একবার তাঁদের হাতে পায়ে ধরে দেখ্‌ব; বোন্‌টাকে পার না কর্ল্লে আর নয়, যে দশ কথা উঠেছে

মধু—.

দাদা তাহ'লে এই বেলায় যাও; তবে ফল কিছু হবে না, তবুও যাও।

[কেলো ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। একটা দমকা ঝড়ে ঘর দুয়ার সব কাঁপিয়া উঠিল; এক মুহূর্ত্ত সব চুপচাপ। তারপর হরি ও প্রবোধ মাষ্টার মলিনার অজ্ঞান দেহ ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল; লম্বিত হস্তপদ অসাড় স্পন্দহীন, থোলো থোলো কালো চুলের মধ্যে মুখখানি মেঘে ঘেরা পাণ্ডুচন্দ্রের মতন, সর্ব্বাঙ্গ হইতে জল ঝরিতেছে, কাপড় চুল সব ভিজা। মলিনাকে তাহারা তক্তপোষের উপর ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিল; করুণা প্রথমে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই; কিন্তু শয্যার উপর মলিনার সংজ্ঞাশূন্য দেহ দেখিয়া তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল]

করুণা—

একি মলিন—মাষ্টার মশাই একি ?

প্রবোধ—

চুপ, এখন ব্যস্ত হবার সময় নয় ; আগে একটু সুস্থ হোক্

মধু—

কি—কি—কি হয়েছে !

প্রবোধ—

[শয্যাটা ঠিক করিয়া] মধু তোমার কাঁথাখানা দাও, ঢাকা দিয়ে দিই

মধু—

[কাঁথাটা আরও সযত্নে জড়াইয়া] কি হয়েছে ওর ?

প্রবোধ—

[করুণার প্রতি] একটু আগুন কর, সেক্ দিতে হবে

[মলিনার প্রতি] মলিনা, মলিনা [মলিনা চমকিয়া উঠিল] ভয় কি ? শোও, ভয় কি ?

মলিনা—

[কাঁদিতে কাঁদিতে] মারবে—ওই যে বাবা আসছে মেরো না বাবা ! পায়ে পড়ি, আর করব না—

প্রবোধ—

কই, বাবা এখানে নেই তো ; তোমার কিছু ভয় নেই কেউ মারবে না

[সশব্দে নবার প্রবেশ]

মলিনা—

ঐ বাবা আসছে, মেরোনা বাবা মেরো না, বড্ড লেগেছে

প্রবোধ—

[নবার প্রতি] গণ্ডগোল করো না ; বরং চাদরটা দাও একবার, বড্ড কাঁপছে

নবা—

ভারী ত অসুখ। [মাষ্টার মহাশয়ের কথা যেন শুনিতে পায় নাই এই ভাবে প্রস্থান করিল]

প্রবোধ—

চাদরটা দিয়ে যাও না—

হরি—

ওযে আপনারই চাদর ; তাই আস্তে আস্তে সরে পড়ল

করুণা—

[একটা কড়ায় আগুন রাখিয়া] একটা গায়ের কাপড় দিচ্ছি

[প্রতিবেশী গৌরবাবু আসিলেন, পশ্চাতে লণ্ঠন হস্তে ভৃত্য। গৌরবাবুর মাথার চুল পাকা কিন্তু গোঁপ কালো ও ছাঁটা—কলপ দেওয়া। গায়ে পাঞ্জাবী, হাতে ছড়ি—বেশভূষা ও আকৃতির মধ্য দিয়া একটা বাবুগিরির অহঙ্কার ফুটিয়া রহিয়াছে]

গৌরবাবু—

এই যে মাষ্টার হাজীর হয়েছ দেখছি। কি ব্যাপার বল দেখি ?

হরি—

বাবা মেরেছিল বলে ও জলে ডুবে মর্ত্তে গিয়েছিল

প্রবোধ—

খিড়্কীর পুকুর থেকে আমরা ওকে তুল্লুম—ভাগ্যে সময় মত এসে পড়া গিয়েছিল।—একটু গরম দুধ দরকার

গৌরবাবু—

বিপিন মারধোর আরম্ভ কর্‌ল কবে থেকে ; আজকাল আবার মদ ধরেছে ; উচ্ছন্নে যেতে হলে এই-ই হয়

মলিনা—

বাবা আর মেরো না ; বিয়ে কর্ত্তে এবার টাকা চাইবে না ; টাকা দিতে হবে না, আমায় মেরো না

গৌরবাবু—

কি সব ভুল বক্‌ছে ; তারা টাকা চেয়েছে তাতে মলিনার দোষ কি ; বিপিনটার একেবারে আক্কেল নেই [মলিনার বিছানার কাছে গিয়া] কি খুকী আমায় চিন্‌তে পার্চ্ছ ; ওরকম করে কেঁপো না। বলত আমি কে ? বল, বলনা— শুন্‌তে পার্চ্ছ না [সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া] মেয়েটাও আচ্ছা একগুঁয়ে দেখ্‌ছি।

প্রবোধ—

এখনও পুরো ঘোর কাটেনি,—মলিনা !

মলিনা—

[চক্ষু মেলিয়া]—কি ? আমার বড় শীত করছে, ক্ষিদে পাচ্ছে

করুণা—

এই দুধটা খাও দেখি

গৌরবাবু—

পুকুরে ডুবতে গিয়েছিলে কেন ; আমার কাছে সব খুলে বল

মলিনা—

বড় ভয় হয়েছিল

গৌরবাবু—

ভয় কি? কে মেরেছে? বল না আমায়, শুন্‌তে পাচ্ছ না, অমন কচ্ছ কেন? তোমার বাবা তোমাকে কষ্ট দেয়, তোমাকে বকে, গালাগাল দেয়, মারে? হতভাগা বিপিনটাকে যদি একবার পাই তো দেখে নেব

হরি—

বাবার আজকাল কি হয়েছে; আমাদের সবাইকে মারেন, বকেন

গৌরবাবু—

কেন বল দেখি

হরি—

আমরা অনেকগুলো ভাই বোন খাবার কুলোয় না; সেই জন্যে বোধ হয়। তারপর আজকে আবার তারা দেখতে এসে অনেক টাকা চেয়েছে।

গৌরবাবু—

কি গো মাষ্টার, শুন্‌লাম তুমি টাকা না নিয়ে বিয়ে কর্‌বে বলে—নিজে সুখ্যাতি নিয়েছ—কৈ এখন ত তোমার তেমন উৎসাহ কিছু দেখছি না! উপকার কর্‌বার হুজুগ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াও—খুকী, আমার দিকে তাকাও ত।

মলিনা—

না, না—না, আমি পার্‌ব না

প্রবোধ মাষ্টার—

মলিন!

মলিনা—

কি!

প্রবোধ মাষ্টার—

আমি কে বল দেখি?

মলিনা—

তুমি!

প্রবোধ মাষ্টার—

বল—আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ না?

মলিনা—

হ্যা, তুমি—তুমি, মাষ্টার মশায়।

প্রবোধ মাষ্টার—

যাক্, একটু যেন জ্ঞান হ'চ্ছে!—[মলিনার প্রতি] আরত তোমার ভয় কর্‌ছে না?—তুমি পুকুরে ডুব দিতে গিয়েছিলে কেন?

মলিনা—

আমার বড় ভয় হয়েছিল

গৌর—

কেন ?—কিসের ভয় ?

মলিনা—

আমায় মেরেছে যে—

গৌরবাবু—

আর কেউ মার্‌বে না। তুমি চুপ করে ঘুমোও। [প্রবোধ মাষ্টারকে] যাক্ এখন্ বেশী ভয় নেই—আমি চল্লাম—

[প্রস্থানোন্মুখ]

মলিনা—

[চক্ষু বুঁজিয়া, অর্দ্ধনিদ্রিতভাবে] আমায় যে ডাক্‌লে—

প্রবোধ মাষ্টার—

কে ডাক্‌লে

মলিনা—

আমার ঠাকুর

প্রবোধ মাষ্টার—

তোমার ঠাকুর কে ?—কোথ্‌থেকে ডাক্‌লে ?

মলিনা—

আমার কৃষ্ণ ঠাকুর, জল থেকে ডাক্‌লে

প্রবোধ মাষ্টার—

জল থেকে !

মলিনা—

কালো জলের ভেতর থেকে—

গৌরবাবু—

না—এখনি ডাক্তার ডাক্‌তে হ'বে দেখ্‌ছি। [গায়ে হাত দিয়া] জ্বর খুব, আবল তাবলও বক্‌ছে।—অবস্থা ভাল নয় !

প্রবোধ মাষ্টার—

হ্যাঁ, আমি ডাক্তার বাবুকে বলে পাঠিয়েছি। তিনি বোধ হয় এখনও বাড়ী ফেরেন নি।

গৌরবাবু—

আমি না হয় একবার ডাক্তারের সন্ধানে যাই [গৌরবাবুর ভৃত্য লণ্ঠন হাতে লইয়া অগ্রসর হইল] মাষ্টার, আমি তা হ'লে চল্লাম। পারিত একবার কাল খোঁজ নেব। হতভাগা বিপিনটাকে একবার পেলে হয়।

[গৌরবাবু চলিয়া গেলেন]

[মলিনা নিদ্রিত। করুণা আসিয়া মাথার শিয়রে বসিয়া তাহার চুল শুকাইয়া দিতে লাগিল।]

হরি—

উনি আবার ডাক্তার বাবুর বাড়ী যাবেন !—কখ্‌খনো না !

প্রবোধ মাষ্টার—

কেন ? যাবেন না—কেন ?

হরি—

ওঁর কোন কথায় বিশ্বাস আছে ! উনিই ত বরপক্ষদের টাকা চাইতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন—ওরাত প্রথমে বলেছিল কিছু নেবে না।

প্রবোধ মাষ্টার—

লোককে বোঝাই দায় ! যে দিন-কাল পড়েছে। যাক্ ডাক্তার বাবু এলেই হয়।

হরি—

[অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া] আর—কি বাঁচ্‌বে।—ঐ যে কে আস্‌ছে !

[ডাক্তার বাবু আসিলেন। তাঁহার হাতে একটা Stethoscope, নাকে ঝোলা চস্‌মা। ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া।]

ডাক্তার বাবু—

ঐই যে মাষ্টার দেখ্‌ছি।

প্রবোধ মাষ্টার—

আসুন নরেন বাবু।

ডাক্তার বাবু—

শুন্‌লাম নাকি মেয়েটি ডুবে গিয়েছিলো।

প্রবোধ মাষ্টার—

শেষ-আশ্রয় তাই—

মলিনা—

জ্যোচ্ছনা ফুটেছে, নদী বয়ে যাচ্ছে, বকুল ফুলের কেমন গন্ধ, "বকুল ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে পেয়ে গেলাম মালা," তোমরা আমায় বিরক্ত করছ কেন? উঃ, আমায় বড্ড লেগেছে যে—

ডাক্তার বাবু—

গায়ে এত মারের দাগ কেন?

প্রবোধ—

সে কাহিনী শুনে আর কি হবে; গরীবের নানা গলদ

ডাক্তারবাবু—

আহা! সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠেছে যে

মলিনা—

আমি বাড়ী যাব, বনের পথ দিয়ে, কদম গাছের পাশ দিয়ে, পুকুরের তল দিয়ে, চেলী পরে';—বাবা! আমাকে যেতে দাও। উঃ—তোমার মুখে যে বড় বিশ্রী গন্ধ, তুমি

মদ খেয়েছ কেন ? কদম ফুলের গন্ধ কেমন ভাল, মৌমাছি-গুলো কেমন গুন্ গুন্ করে' ঝাঁকে ঝাঁকে উড়্ছে—ঐ শোন ;—আমার মা কোথায়, দিদি ? স্বর্গে ? উঃ সে যে বড্ড দূর !—আমি কোথায় বল না—

করুণা—

এই দেখ বাড়ীর সবাই—

মলিনা—

ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া) ও কে ?

করুণা—

উনি ডাক্তারবাবু

মলিনা—

জল দাও !

[হরি জল আনিতে গেল]

[ডাক্তার বাবু অগ্রসর হইয়া, মলিনার বুকে; cope দিয়া]

এখানে ব্যথা আছে ? [মলিনা ঘাড় নাড়িল] নেই ? এই খানে ?—এদিকে ?

মলিনা—

তুমি ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু—

হ্যাঁ, তুমি চিন্‌তে পার্‌ছ না আমায় ?

মলিনা—

আমার বড্ড অসুখ হয়েছে—নয় ? কি হয়েছে আমার, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু—

একটু অসুখ করেছে—এখনি সেরে যাবে !

মলিনা—

[ক্রন্দনোদ্যত] না, আমি ভাল হ'ব না—মাগো, তুই কোথায় আছিস্ মা, আমায় তোর কাছে নিয়ে যা মা,—মা,—মাগো—

প্রবোধ মাষ্টার—

ছি, মলিন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কব্‌ছ ?

মলিনা—

না আর ঝগ্‌ড়া কর্‌ব না মাষ্টার মশায়। আর অমন কর্‌ব না—তুমি রেগেছ আমার উপর ? রেগো না—

প্রবোধ মাষ্টার—

ডাক্তার বাবু যা বলেন ভাল করে শোন, আর ঠিক ঠিক উত্তর দাও ! কেমন ! চুপ কর্‌লে যে ?

মলিনা—

আমি মার কাছে যাব,—যাব—

[ডাক্তারবাবু একটু পিছাইয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি-লেন ; করুণা চোখে কাপড় দিল ; মাষ্টার মহাশয় একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছেন। অন্যমনস্কভাবে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে—]

মার কাছে ?—হয়ত শেষে তাই হ'বে—

ডাক্তারবাবু—

[প্রবোধ মাষ্টারের দিকে চাহিয়া] শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলি—[উভয়ে একটু সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে] অবস্থা তেমন সুবিধে নয়—একটু সাবধানে থাক্‌বেন—তবে এখন তেমন কোন ভয়ের কারণ নেই।

মাষ্টার মহাশয়—

রাত্রে কি আমি এসে এদের এখানে থাক্‌ব ?

ডাক্তারবাবু—

[মৃদুস্বরে] না—না—অতটা ভয় নেই। তবে **heart**টা খুব weak দেখলাম, তাই সাবধানে থাক্‌তে বল্লাম। এখন তাহ'লে চল্লাম—আপনিও ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলুন গে। দরকার হ'লে হরি আমায় খবর দিতে ভুলো না, আমি ওষুধটা

পাঠিয়ে দিচ্ছি। [করুণার প্রতি]—দেখবেন যেন বেশী কথা না কয়।

হরি—

আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে—

[ডাক্তারবাবু, হরি ও মাষ্টার মহাশয় উঠিয়া দরজার নিকটে গেলেন।]

প্রবোধ মাষ্টার—

[করুণার প্রতি] আমিও চল্লাম—একটু দুধ দিও—রাত্রে যেন ঘুমোয়।

[করুণা বাটীতে দুধ গরম করিয়া আনিয়া চায়ের বাটীতে ঢালিতে ছিল। মলিনা একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।]

করুণা—

তুমি ঘুমোও—এই দুধটুকু খাও, তা হ'লেই ঘুম আস্‌বে

মলিনা—

আমি ঘুমুব না, আমি খাব না

করুণা—

কি কর্‌বে ?

মলিনা—

আমি কিচ্ছু কর্‌ব না—'আমি গান গাব'

করুণা—

দুধ খাও; ডাক্তার বলেছে দুধ না খেলে তুমি উঠতে পারবে না—বড় দুর্ব্বল হয়েছ।

মলিনা—

আমি ভাল হ'ব না।

করুণা—

ভাল হ'তে চাও না? কেন? [মাথার শিয়রে বসিয়া আদর করিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে]—একটু দুধ খাও।

মলিনা—

[দুধ না খাইয়া] না, আমি ভাল হ'ব না [কাঁদিতে লাগিল।]

করুণা—

কেন?

মলিনা—

আমায় কৃষ্ণঠাকুর ডেকেছে, আমি সেখানে যাব

করুণা—

কি করে যাবে তুমি?

মলিনা—

আমাকে যে তিনি ডেকেছেন—রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন

করুণা—

তুমি কত দোষ করেছ—তুমি সেখানে যাবে কি করে' ?

মলিনা—

ঠাকুর আমায় ডেকেছেন—যাব—তাতে আবার কি !

করুণা—

আচ্ছা, এইবার ঘুমোও—আমি তোমাব বালিশ ঠিক করে দিচ্ছি।

মলিনা—

আমি ঘুমুতে পাব্‌ব না—

করুণা—

লক্ষ্মী, বোনটী, চেষ্টা কর,—এখনই ঘুম আস্‌বে

মলিনা—

দিদি !

করুণা—

কি ?

মলিনা—

এমন কোন পাপ আছে যা তিনি ক্ষমা কর্‌বেন না ?

করুণা—

ওসব কথা এখন নয়—ঐ জন্যে ত ঘুম আস্‌ছে না।

মলিনা—

না, না, বল—এখুনি, বলনা—একবারটী

করুণা—

তুই কি দুষ্টু হয়েছিস্

মলিনা—

[সজোরে] বল—

করুণা—

[গম্ভীর ভাবে অন্যমনস্ক হইয়া] কিছুতে ছাড়্বে না? এমনি দুষ্টু হয়েছ তুমি?—আত্মহত্যার পাপ—বড় পাপ!

মলিনা—

আমি যদি ঐ পাপ করে থাকি!

করুণা—

তুমি কেন তা কর্বে!

মলিনা—

আমি করেছি—আমার ভয় কর্ছে—

করুণা—

কিছু ভয় নেই।

মলিনা—

[দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া ও দেয়ালের দিকে চাহিয়া]
দিদি, দিদি—

করুণা—

কিছু ভয়—নেই,—

মলিনা—

দিদি—

করুণা—

কি হয়েছে ?

মলিনা—

ঐ আস্‌ছে—তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ না ?

করুণা—

কি ?—আমি ত কিছু শুন্‌তে পাচ্ছি না।

মলিনা—

ঐ শোন গলার শব্দ—ঐ বাইরে—শুন্‌তে পাচ্ছ না ?

করুণা—

কে ?

মলিনা—

বাবা, বাবা—ঐ যে—

করুণা—

কোথায় ?

মলিনা—

ঐ যে—দিদি

করুণা—

কি, রে ?

মলিনা—

দিদি ; বিয়েতে টাকা নেয় কেন ?

করুণা—

নেয় কেন জানিনা, তবে ভাল লোক হলে নেয় না

মলিনা—

মাষ্টার মশাই খুব ভাল লোক,—নয় দিদি ?

করুণা—

চুপ, চুপ, তুই ঘুমোতে চেষ্টা কব দেখি আমি একটু দুধ গবম করে নিয়ে আসি—

[করুণাব প্রস্থান]

[মলিনা ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিল, তাহার পর টলিতে টলিতে টেবিলের নিকট দাঁড়াইল ; পর মুহূর্ত্তেই "বাবাগো আর টাকা লাগবে না" বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল ; করুণা, নবা ও মধু ব্যস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করিল।]

করুণা—

ও মাগো, একি কল্লি রে হতভাগী, 'মা'রে—

নবা—

বাঁচবে না আর—আমি ঠিক বল্‌ছি।

করুণা—

নবা বকিস্‌ নি, একটু ধর; মধু, বিছানাটা ঠিক করে দে ত। [দুইজনে ধরাধরি করিয়া মলিনাকে আবার শয্যায় শোয়াইল; করুণা মলিনার সিক্তবস্ত্র ত্যাগ করাইয়া বাক্স হইতে একখানি চেলি পরাইবা দিল। মাতার বিবাহের চেলী দরিদ্র পরিবাবের শেষ পরিধান—পরিধেয় আব কিছুই নাই।]

. মলিনা—

[অল্পক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া] দিদি, চলে গেছে?

করুণা—

কে?

মলিনা—

বাবা এসেছিল যে, আমায় মার্ত্তে এল, আর টাকা লাগবে না বল্‌তে তবে ছেড়ে দিলে।

করুণা—

তুই স্বপ্ন দেখছিলি, বাবা তো আসে নি

মলিনা—

আব পারি না—উঃ, বাবা কি বলে গেল দিদি? সে আস্‌বে—এসে হাত ধরে আমায় স্বর্গে নিয়ে যাবে—

করুণা—

কে আস্‌বে ?

মলিনা—

তুমি জাননা সে কে ?

করুণা—

কে ?

মলিনা—

আমার ঠাকুর—সে বাঁশী বাজায়—আলোয় খেলা করে—ঝড়ের মধ্যে আমায় ডাক্‌ছিল, শুন্‌তে পেয়েছিলাম, সেই কালীদীঘির কাল জল হ'তে—আমি যে তাই ছুটে গেলাম—তা'পর না তিনি তুল্‌লেন আমায়,—আমাকে কোলে করে' নিয়ে এলেন, তুমি তাকে চেনো না ?

করুণা—

তোমায় ত মাষ্টার মশায় নিয়ে এলেন।

মলিনা—

(মৃদুস্বরে) হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সেই সেই। দিদি, বলনা—আমার ঠাকুর সুন্দর নয় ? কোঁক্‌ড়া চুল, কেমন তার কথার গম্ভীর স্বর, কেমন আমায় 'মলিন' 'মলিন' বলে ডাকে ! শোন, শোন, ঐ শোন সে আমায় ডাক্‌ছে !

করুণা—

কেউ তোমায় ডাকেনি; ঘুমোও, অনেক রাত্রি হ'ল, ঘুমুবিনি

মলিনা—

ঐ যে ঠাকুর এসেছে, ডাক্‌ছে, শুন্‌তে পেয়েছ, ঐ শোন; আমাকে কেবল 'মলিন' 'মলিন' বলে ডাক্‌ছে, খুব জোরে; ঐ যে পষ্ট, একেবারে পষ্ট, চল, আমার সঙ্গে চল, দিদি।

করুণা—

যখন ঠাকুর আমায় ডাক্‌বেন তখন যাব

মলিনা—

[ঝড় মেঘ বহুক্ষণ হইতে অন্তর্হিত। রাশি রাশি চাঁদের আলো বিছানায় পড়িয়াছে, বিছানা হইতে উঠিয়া সে সেইদিকে কান পাতিয়া যেন কি শুনিতেছে] তুমি কিছু শুন্‌তে পাচ্ছ না? চাঁদের আলোয় কান পাত না?

করুণা—

না, মলিন, আমি ত কিছুই শুন্‌তে পাইনি।

মলিনা—

ঐ শোন, কেমন বাঁশীর শব্দ, কামিনী ফুলের গন্ধ পাচ্ছ না? তাঁর গলার মালা আমি নেবো। ঐ যে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

করুণা—

হ্যাঁ দাঁড়িয়ে রয়েছেন!—তুমি ঘুমোও তা'হলে তোমার কাছে এসে বস্‌বেন।

মলিনা—

রাত ফুরুতে না ফুরুতে—আলো না হ'তে হ'তে আমি চলে যাব, তাঁর সঙ্গে, কেউ দেখতে পাবে না—ঘুম হ'তে উঠব না—তুমি ঘুমের গান জান?

করুণা—

কোন গানটা?

মলিনা—

সেই গানটা—আমরা শিখেছিলাম।

করুণা—

তুমি শুনবে?

মলিনা—

[ভাল করিয়া বিছানায় শুইয়া দিদির বুকের কাছে মাথা রাখিয়া] ও মা, মা, সেই গানটা গাও—মা, সেই গানটা

করুণা—

[আলো নিবাইয়া দিয়া, মলিনাকে উচ্ছলিত স্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া নিম্নস্বরে গান গাহিতেছে।]

[ঘুমপাড়ানি গান ।]

দিনের আলোয় ঘরের কোণে,
সকাল থেকে আপন মনে,
শুধুই কেবল করে এলাম
দেওয়া-নেয়ার মেলা,—
ওগো, ঘুমপাড়ানী ঘুম দিয়ে যাও
এমন রাতের বেলা,—
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি ॥

তরুণ-অরুণ কিরণরাগে
লাজের অরুণিমা জাগে,
সাঁঝের মেঘে নয়ন-মোহন
স্বপন কে দেয় বুনি,
এখন,—তোমার পথে সবাই জেগে
তোমার প্রহর গুণি,—
ওগো, মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি ॥

নিদ্রিত নারায়ণ

আঁধার ঘেরা ভয়ের মাঝে
ভয়-ভুলানী সদাই রাজে,
ঘুমের ঘোরে পরাণ ভরে,
তোমায় দেব আমি,
তুমি ঘুম-পাহাড়ের শিখর হ'তে
বারেক এস নামি
ওগো, মন-ভুলানি, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

সুখের প্রাতে মধুর রাতে
হয়নি দেখা যাদের সাথে,
স্বপন মায়া বিছিয়ে চোখে
তাদের দেখাও আনি,
এ রাতে, তোমার সাথে শুনাও শুধু
তাদের মধুর বাণী!
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

কুঁড়ির মাঝে যে ফুল ম'ল
যে দীপ জ্বলেই নিভে র'ল,

নিদ্রিত নারায়ণ

তুমি সে,—ফুল ফুটিয়ে, দীপ জ্বালিয়ে
তোমার আপন হাতে,
এস গো, সকল-চাওয়া সকল-পাওয়া
আজকে এমন রাতে।
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হাবা এই চক্ষে বুলাও মায়াব পবশ খানি ॥

চোখ-জুড়ানী, চোখের পাতে
ঘুম দিয়ে যাও গভীর রাতে
ব্যথার ক্ষতে বাতাস কব
তোমার আঁচল বায়ে,
ওগো হাড়-জুড়ানী পবশ বুলাও
আমার সকল গায়ে,
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি ॥

বুকের বোঝা যাবে নামি'
প্রাণের কাঁদন যাবে থামি'

তোমার কোলে পড়ব ঢুলে
নিবিড় ঘুমের ঘোরে
ওগো "জীয়ন-কাঠি" ছুঁইয়ে যেও
আবার তুমি ভোরে,
ওগো মন ভুলানী, চোক-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

[মলিনা একবারে ঘুমাইয়া পড়িলে করুণা ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার গায়ে চাদরটী ঢাকা দিল।]

করুণা—

কাঙ্গালের ঠাকুর! তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ছি, আমাদের বাচাও ঠাকুর! [প্রস্থান]

তৃতীয় চিত্র

[স্থান প্রথম চিত্রের বস্তি। একদিকে ছোট রাস্তা, আর এক দিকে, পুষ্করিণী, ছোট জঙ্গল ও মাঠ। একগাদা খড়ের ও খোলার বাড়ী, শ্রমজীবীদের আড্ডা; প্রায় সকলেই কলিকাতার কলে কাজ করে। এক পাশে শুঁড়ীখানা। বিপিনের লোহিতাভ ছায়ামূর্ত্তি ও মলিনার নীলাভ ছায়া। সবই স্বপ্নের মায়ায় আচ্ছন্ন।]

বিপিন—

[বিকটকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া] এইবার!—এখন তোকে কে রক্ষা কর্‌বে? হতভাগী!—কি, কথা কচ্ছিস্ নি। লোককে কি না বলে বেড়াচ্ছিস্, আমি তোকে বকি? মারি ধরি?—তুই আমার মেয়ে নস্—থাক্ হতভাগা আইবুড়ো—অলক্ষণে পোড়ারমুখী, তুই হয়ে থেকে আমার লক্ষীছাড়ার দশা—সর্ব্বস্ব গেল; তোর বিয়ে দেবার জন্যে আমি কি কসাইয়ের কাছে জবাই হব। পোড়ারমুখী সব খাবি, দাঁড়া তোকে মেরে সিধে করে দিচ্ছি [মারিবার জন্য হস্ত উত্তোলন; মলিনা স্থির, চলৎ-শক্তিহীন, এমন সময়ে

বেগে প্রবোধ মাষ্টারের প্রবেশ। প্রবোধের অঙ্গ হইতে নিঃসৃত দীপ্ত শুভ্র আলোকে বিপিনের মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল]

নলিনা—

[প্রবোধ মাষ্টারের প্রতি] ওগো তুমি কোথায় যাচ্ছ ? ছোটলোকদের পাড়ায় আর যেও না। সেদিন তোমায় যে একটা মাতাল ঢিল মেরেছিল, তুমি যেও না গো, পায়ে পড়ি। ওই দেখ এ দিকে কা'রা আসছে ; তুমি আমার কাছে থাকো, যেও না, কথা রাখো। ওরা তোমার কথা [কতকগুলি শ্রমজীবীর প্রবেশ] শুনবে না।

প্রবোধ—

আজকে তোমরা মাইনে পেয়েছ ; সব মদ খেয়ে উড়োবে নাকি ?

প্রথম—

কেন কর্ত্তা, তোমার তাতে কি ?

প্রবোধ—

তোমার বাড়ীতে যে খাবার কিছু নেই ; সব ভুখা থাকবে ?

দ্বিতীয়—

গরীব লোক ভুখা থাকতে কিছু নয়, তবে দারু না পেলে মরে যাব।

নিদ্রিত নারায়ণ

তৃতীয়—

ছয় ছয়দিন দিনভর কাম করব, আর একদিন একটু ফুর্ত্তি কর্ব্ব না ? তোমরা কাম কর না, সেই জন্যে দারু না খেলেও হয়, তবুও তোমাদের বিপিন বাবু কেমন মদ খায়

প্রথম—

আমাদের বরাবর এই ; বাপ দাদা এমনি ছিল, তখন আমরা উপবাস যেতাম ; এখন আমাদেব বালবাচ্চাবাও উপস যাবে।

প্রবোধ—

তোরা ভাল হবিনি ? .মদ বড় খারাপ জিনিষ , মদ খেয়ে তোরা সবাইকে মারপিট করিস ; বৌকে মারিস, ছেলেকে মারিস, এমন কি ছোট মেয়েদেবও মারিস ; ছিঃ এ বকম করে মার্ত্তে মার্ত্তে তোরা যে কোন্‌দিন মেবে ফেলবি ; সব প্রাণীর মধ্যে ঠাকুর আছে, সব কৃষ্ণের জীব, তাকে মার্ত্তে আছে !

সকলে—

আমরাও কৃষ্ণের জীব আমাদেরও মধ্যেও ঠাকুর আছে

প্রথম—

তবে আমরা সব ঠাকুর

দ্বিতীয়—

আমরা সব ঠাকুর, আমাদের পূজা কর

চতুর্থ—

[মদের নেশায় একেবারে বিভোর, টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া, পেশীবহুল বিশাল দেহ, একেবারে শক্তিহীন] সব ঠাকুর বটে, বাবা, কিন্তু মাতাল ঠাকুর, একেবারে নেশায় চুর ; সেই জন্যে শয়তান মজা লুটছে ; ঠাকুর যদি মদ খেয়ে এমন পড়ে থাকবে [ভূমিতে পতন] তবে শয়তানকে ধরবে কখন ; বুঝলে বাবা, এই মদ খেয়ে ঠাকুরটা বেকুব মেরে গেছে।

প্রবোধ—

তোর বউ যে কাঁদছে ; কালকেই ত সে মলিনার কাছে বলে এল যে ঘরে খাবার কিছু নেই, মেয়েটা খেতে না পেয়ে আর মারের চোটে পালিয়ে গেছে ; সে কত দুঃখ কচ্ছিল ; বল্লে যে তুই মাইনে পেলেই সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দিস, পয়সা চাইলেই মারিস। আর বলছিল, যে মদ খেতে হয় ঘরে বসে নিয়ম করে কম সম খা, তা নয়, রাস্তায় পড়ে হাত পা খোঁড়া হবে, মারামারি করে মাথা ফাটবে। আর ছিঃ ঠাকুরকে মাতাল বলতে নেই, পাপ হয়।

প্রথম—

বাবু, ঠাকুর মাতাল যদি না হ'ল তা হ'লে কি গরীবের কথা শুনে না ?

প্রবোধ—

ঠাকুর একটু ঘুমোচ্ছেন ; আগে তাঁকে জাগিয়ে দে, তারপর তিনি সব শুনবেন, সব করবেন।

দ্বিতীয়—

মহাদেব গাঁজা খায় ! [শ্রমজীবীদের প্রস্থান ; একটী রমণী ও একটী বৃদ্ধের প্রবেশ]

চতুর্থ—

বেদম গাঁজা খায়, উঠতে পারে না

প্রবোধ—

ছিঃ ছিঃ

রমণী—

[চতুর্থের প্রতি] আরে বেইমান ; আবার দারু খেয়েছ ; বালবাচ্চা আমরা না খেয়ে মরব, খালি তোমার জন্যে রাঁধব, আর ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে জান বাহির করব [হাত ধরিয়া খুব জোরে টানিতে টানিতে] চল নবাবকে বেটা, এখন ঘরে চল [নিষ্ক্রামণ]

প্রবোধ—

মুনিয়া, ছিঃ ও কি করছ! ছিঃ, তোমার স্বামী হয়; আর মনে নেই বিয়ের সময় এক পয়সাও নেয় নি, বরং মলিনার কাছে যা শুনলাম, তোমার বাবাকেই টাকা দিয়েছে; অপমান করো না, আস্তে আস্তে নিয়ে যাও।

রমণী—

[ফিরিয়া আসিয়া মলিনার প্রতি] কি মাইয়া, তোমার নাকি আজ এই মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে; টাকা নেবে না বলেছে; তোমার বাপ খুব খুসী হবে আর মদ খাবে না, কাউকে মারবে না—আমাদের নেওতা হবে ত।

[প্রস্থান]

বৃদ্ধ—

আরে, তোমরা পাগলীকে চেন? সে বিয়ে করে নি, ভিক্ষে করে খায়; বিয়ে না হলে জাত যায়; জাত নিয়ে কি হবে? ছোটলোক, জাত গেলে কিছু নয়, কেউ পুছে না, আর ভদ্দরলোক জাত গেলে একেবারে পাগল হয়ে পড়ে; পেটে ভাত নেই তখন জাত আবার কি! তোমাদের অসুখ হলে ডাক্তার আসে, আমাদের অসুখ কল্লে ডাক্তার আসে না; দিন ফুরালে সব মরবে; ওষুধ ডাক্তারে কিছু হবে না।

প্রবোধ—

[মলিনার প্রতি] মলিনা, এস আমার সঙ্গে, চল ওই দিকে একটু এগিয়ে চল ; ভয় কি ? আমি সঙ্গে থাকব ।

মলিনা—

না আমি যাব না ; তুমি যেও না, ওরা ছোটলোক মাতাল ; মারবে গালাগাল দেবে, ওদের কি কখন ভাল হয় ?

বৃদ্ধ—

ছোটলোক ভদ্রলোক সব সমান, সব কৃষ্ণের জীব, সবাই কষ্ট পায় ; খিদে পেলে কাঁদে, ঘরে খাবার না থাকলে, বাপ্ ছেলেকে মারে ; মেয়েরা বেরিয়ে যায়, পুকুরে ডুবে মরে ।— স্বামীর সঙ্গে যাও, ভয় কর্ত্তে নেই, মাষ্টার মশাই যে তোমার স্বামী ।

[দুইটী লোকের প্রবেশ]

প্রথম লোক—

এই বুড়োই চোর, বদ্‌মায়েস ; সেদিন বাবুর বৈঠকখানা থেকে কি চুরি করেছিস্ ? এই বিপিনবাবুর মেয়ে [মলিনাকে দেখাইয়া] সব দেখেছে ; বের কর কোথায় সব রেখেছিস্ ।

মলিনা—

বুড়ো, আমি কিছু বলিনি ওদের ; তুমি যে ভাল মানুষ, তোমার নিজের জন্যে নাওনি, ছোট নাতনীর জন্যে নিয়েছিলে,

আমি ওদের কাছে কিছু বলিনি; তুমি দুপুর বেলায় লুকিয়ে নিয়ে গেছ, আমি কাউকে বলিনি; ও বুড়ো, সত্যি বলছি, আমার ওপর রাগ কোরো না—

[বুড়ো ও দুইটী লোকের প্রস্থান]

ওগো, ওরা বুড়োকে যে মারবে; ওর নাতনীর জন্যে ও নিয়েছিল, তাকে ও যে খুব ভালবাসে; ছোট্টমেয়ে, নাম রামী, তার মা মরে গেছে; রামী হবার সময় মরে গেছে; বাপ জেল খাটছে, সেই তো রামীর মাকে মেরে ফেলে; বুড়ো বড় কষ্ট পাবে; ওগো রামীর যে আর কেউ নেই সে হাঁটতেও পারে না। বাঁচাও ওদের—

প্রবোধ—

চল বুড়োর বাড়ী যাই, রামী কি কচ্ছে? যাবে? এস

মলিনা—

না গো ওই রাস্তায় সেই পাগলীটা থাকে; আমার তাকে দেখলেই ভয় পায়, আর আমায় দেখলে সে হো হো করে হাসে; আমার গা শিউরে ওঠে

[পাগলীর প্রবেশ—রুক্ষকেশ, শীর্ণদেহ; এক পা খোঁড়া, চলনটা অতি বিশ্রী রকমের]

[পাগলীর একটু পশ্চাতে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর বালক]

মলিনা—

ওই যে আসছে—

পাগ্‌লী—

আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে; পরশু থেকে জ্বর, দেখনা গা পুড়ে যাচ্ছে, হাত দিতে ভয় পাচ্ছ কেন? ছোঁবে না? আচ্ছা, বেশ। গায়ে একটা কাপড় নেই, তাই লোকে আমায় দেখে হাসে, এটা একবারে ছিঁড়ে গেছে; দোকানে কত কাপড়-কত খাবার। আমি চাইতে গেলে তোমরা পালিয়ে যাও; আমায় দেখ্‌লে তোমরা আবার তাড়াতাড়ি চোখ বুজে দেখ্‌তে চাও না, [মলিনাকে] ওগো একটা পয়সা দাও [প্রবোধকে] একটা কাপড় দাও না গো। দেবে না, নেই তোমাদের কাছে—হাঃ হাঃ হাঃ——

বালকদল—

[সুর করিয়া] একটা পয়সা দাও, একটা কাপড় দাও।

পাগ্‌লী—

থাম্‌ তোরা, তোদের সব ঘুম পাড়িয়ে দেব, এমন মন্ত্র জানি, চুপ কর্‌।

প্রবোধ—

[বালকদের] তোরা ওকে রাগাস্‌নি; কি করে বসে, ওকে ঘাঁটাস্‌নি, পালা শীগ্‌গীর

বালকদল—

[পূর্ব্ববৎ] একটা পয়সা দাও, একটা কাপড় দাও।
[নৃত্য করিবার মত ভাবভঙ্গী]

পাগ্‌লী—

ওরে বাবারে খেতে দিলে নারে—অরে মলুম রে
[বালকদেব সহিত প্রস্থান]

প্রবোধ—

মলিনা—

মলিনা—

কি বলছ ?——ওগো এখান থেকে শীগ্‌গির চল ; আমাব বড় কষ্ট হচ্ছে ; বাড়ী চল

প্রবোধ—

বাড়ীতেও কষ্ট

মলিনা—

কোথায় যাব তাহ'লে ?

প্রবোধ—

আমার সঙ্গে অনেক দূরে। তোমার মা আসছেন ; তিনি এলেই আমাদের বিয়ে হবে ; তিনি সেইজন্যেই আসছেন।

মলিনা—

মা আসবেন; স্বর্গ থেকে আসবেন; মাকে দেখ্‌তে এখন কি রকম হয়েছে; চিন্‌তে পার্ব্বো?

প্রবোধ—

ঠিক কালীমার মতন চেহারা, সব মা'ই যে কালীমার অংশ

মলিনা—

দিদিও তাই বলে—ও মাগো

চতুর্থ চিত্র

[একটা শুভ্র আলোকে ঘর ভরিয়া উঠিল। সেই আলোক মণ্ডলের মধ্যে ঘননীলবর্ণ মাতৃমূর্ত্তি, অনেকটা পটাঙ্কিত কালী-মূর্ত্তির ন্যায়। ছায়ামূর্ত্তি স্ফুটতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অশরীরী গান।—ধীরে ধীরে সে শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।]

গান।

ঐ নাচে নাচে নাচেরে
মেঘ-কুন্তল উড়ে চঞ্চল জগদম্বিকা নাচেরে।
ঘন কম্পিত দশদিশা,
ছুটে সঞ্চিত সব তৃষা,
অন্তর মহা মন্তরে
আজি তাণ্ডবে নাচেরে॥

নাচে উলঙ্গী উল্লাসে,
কাঁপে ধরিত্রী নিঃশ্বাসে,
বিদ্যুতে শত ব্যর্থ বাসনা
উন্মাদ হয়ে নাচেরে॥

নিদ্রিত নারায়ণ

হৃদয়-রক্ত-রঞ্জিতা,
সর্ব্ব-ভূষণ-বঞ্চিতা,
অশন-ক্লিষ্টা, নিত্য-পীড়িতা
রিক্ত বক্ষ যাচেরে ॥

জনম-মরণ-রঙ্গিনী,
দুঃখ-দৈন্য-সঙ্গিনী,
অন্তর-সরে বেদনাপদ্মে
রক্তচরণ রাজেরে ॥

কেশ-কদম্বে প্রলয়ধ্বান্ত,
দোলে নিতম্বে যুগযুগান্ত,
উলসি বক্ষে দিবাশর্ব্বরী
ষড়ঋতুহার গাঁথেরে ॥

দীর্ণ-গগন জীমূত মন্দ্রে
আবরি ফেলিছে তারকাচন্দ্রে
চরণ-ভঙ্গে মথিতসিন্ধু
কোটী তরঙ্গে মাতেরে।

নাচে ব্যোম মহা প্রণবে
নাচে পৃথ্বী ফুল-পল্লবে
নাচে পরাণ রভস-রঙ্গে
গন্ধে বরণে স্বাদেরে ॥

মহামানবের বক্ষ মাঝে
নাচে ভরসা সমর সাজে
নিত্য নবীন বিশ্ব কাব্যে
সঙ্গীতে হাসে কাঁদেরে ॥

মলিনা—

কে এসেছ তুমি,—আমার মা ?

মূর্ত্তি—

হ্যাঁ আমি তোর মা

মলিনা—

মা, তোমার অমন চেহাবা কেন ? তুমি এত কালো হয়ে গেছ ?

মূর্ত্তি—

তোর দুঃখ কষ্ট দেখে জ্বলে পুড়ে কালো হয়ে গেছি

মলিনা—

মা, তোমার কাপড় নেই কেন ? কাপড় পরনি কেন ?

মূর্ত্তি—

মেয়ের লজ্জা যখন সংসারে রাখ্‌ল না, তখন মায়ের আবার লজ্জা কি ?

মলিনা—

মা, তোমার এলোচুল ভিজে রয়েছে কেন মা ?

মূর্ত্তি—

লুকিয়ে লুকিয়ে তুই যে কেবল চোখের জল ফেলিস্‌, তাই মুছ্‌বার জন্যে আমাব চুল এলো করে রেখেছি ; তাই আমার চুল আর শুকায় না।

মলিনা—

মা তোমার হাতে গয়না ছিল, সে সব কোথায় গেল মা ? তোমার শুধু হাত কেন মা ?

মূর্ত্তি—

মেয়ে যখন আমার একদিনও গয়না পর্‌ল না, ভাল সাজ-সজ্জা কর্ত্তে পেলে না, তখন মায়ের বেশভূষা, অলঙ্কার এর বেশী আর কি হবে ?

মলিনা—

মা তোমার সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন ?

মূর্ত্তি—

এই সংসারে তোর স্বামী মিলল না, তাই আমি সিঁদুর মুছে ফেলেছি

মলিনা—

তোমার জিভ্ অমন লক্ লক্ করছে কেন ?

মূর্ত্তি—

পৃথিবী অন্নপূর্ণা হয়েও তোদের এক মুটো অন্ন জোটে না, তাই আমার ও বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা

মলিনা—

তোমার চোখ অমন রক্তবর্ণ কেন ?

মূর্ত্তি—

কেউ যে তোর উপর এতটুকু দয়া দেখায় নি, সবাই বিষ দৃষ্টি দিয়ে তোকে দেখেছে, সেইজন্যে আমার চোখ লাল হয়ে গেছে

মলিনা—

ওমা, তোমার আর একটা চোখ যে, ওটা কেমন শান্ত, কেমন করুণ !

মূর্ত্তি—

ঐ চোখে আমি সব বেদনায় কাঁদি, সব আঁধারে দেখি

মলিনা—

তুমি কোথা থেকে আসছ মা, স্বর্গ থেকে ?

মূর্ত্তি—

না, তোমার অন্তর থেকে

মলিনা—

কই, কোথায় ? কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না ; কি হচ্ছে ?

মূর্ত্তি—

ঐ দেখ ছেলের বাপ্ বিয়ের সভায় হাজার লোকের চোখের উপর মেয়ের বাপের বুকের রক্ত চুষে খেতে লজ্জা বোধ কর্চ্ছে না—ঐ নির্দ্দোষ মেয়ে লজ্জায় ঘেন্নায় আর অপমানের জ্বালায় মরবার জন্য ছুটছে, তারই জন্যে সবার কষ্ট, কিন্তু তার ত কোন দোষ নেই ; ঐ দেখ মেয়েটি আপনার জন্মের লজ্জায় মরণকে বরণ করে আপনারই চিতাগ্নিতে কুশণ্ডিকা যজ্ঞের নিজেই আয়োজন করছে—তবুও কত অপবাদ তিরস্কার গঞ্জনা ! ঐ দেখ ঘরের লক্ষ্মী সারাজীবন খেটে খেটে শিশুদের খাওয়াতে খাওয়াতে আর মাতাল স্বামীর সেবা কর্ত্তে

কর্ত্তে, হাড় মাস কালী করে তবুও এতটুকু মিষ্টি কথা শুনতে পার্চ্ছে না ; ঐ দেখ সমাজের যত পাণ্ডারা গরীবদের জাত মার্‌বার জন্যে হাঁ করে কুমীরের মতন চেয়ে বসে আছে, কিন্তু তারা যে পেটের দায়ে অস্থির, সেদিকে কেউ তাকায় না ; শুকিয়ে মরে যাক্ তাতে কারু আসে যায় না ; কিন্তু পয়সা নেই বলে, মেয়ের বিয়ে না দিলে, জাত নিয়ে টানাটানি, হুলস্থুল, নিন্দা অপবাদ। যারা ছোট, যারা গরীব, যারা অসহায় তা'দেরকেই সবাই মিলে পিষছে। তারা মদ খায়, তাদের পয়সা নেই, কাপড় নেই, ওরে আমারও কিছু নেইরে, আমায় খেতে দিলে না রে, জ্বলে মলুম রে, হাড় মাস কালো হয়ে গেল রে,—

মলিনা—

উঃ কি কষ্ট মা! কি কষ্ট! মা, আমার কাছে এসে একটু বোস না। কি করে কষ্ট যাবে মা ?

মূর্ত্তি—

আমি ত তোর কষ্টে তোর কাছেই আছি, মা, আমাকে সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে ধর—আমার বড় বুকে মহা কষ্টের মধ্যে মুখ লুকোও—তোর বুক জুড়ুবে—আমিও জুড়ুব—আয় ঘুমো

নিদ্রিত নারায়ণ

[মলিনাকে বুকে করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে গান]

হাত বুলানি গান ।

তুমি ঘুমিয়ে পড় অঘোর ঘুমে,
আমি শিয়রে রাত রইব জাগি—,
ওরে আমার কাঙ্গাল মেয়ে
আমি যে তোর অনুরাগী ।
আকাশ-ছাওয়া হাজার তারা,
অনিমেষে চাইছে যা'রা,
আঁধার ঘরের তারাই মাণিক
জাগ্‌ছে তা'রা তোমার লাগি !
চাঁদের কিরণ হাসির রাশি,
মলিন মুখে উঠবে ভাসি,
ফুলের শোভা মনোলোভা
তোমার তরে আন্‌ব মাগি ।
অমন করে আর চেয়োনা,
গুম্‌রে মরে আর গেয়ো না,
ঘুমিয়ে পড় জুড়িয়ে যাবে
কেন মিছে দুখের ভাগী ।

মলিনা—

তুমি চলে যেও না, মা, আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও। আমার যে এখানে বড় কষ্ট হয়; তুমি চলে গেলে একলা বড় ভয় কর্ব্বে

মূর্ত্তি—

এই গাঁটছালায় তোকে তোর জীবনের ঠাকুরের সঙ্গে বেঁধে দিলাম; তোর স্বামী যিনি হলেন, তিনি তোকে সব বিপদেই রক্ষে কর্ব্বেন; তাঁর আশ্রয়ে তোর কোনও ভয় নেই; তাঁর হাতে আজ তোকে সমর্পণ কল্লাম; আজ থেকে তুই ওঁর জিনিষ, আর কারুর দাবী নেই। [মাতৃ-মূর্ত্তি অদৃশ্য; সঙ্গে সঙ্গে কালো কাপড়ে আপাদ মস্তক ঢাকা এক প্রেতমূর্ত্তি, তাহার ভীষণ মুখ ও কোটরগত চোখ দুইটী মাত্র দেখা যাইতেছে। তাহার হাতে একটা প্রকাণ্ড দণ্ড, মস্তকে ভারী মুকুট। সে ধীর অচঞ্চল পাষাণের মত। রাত্রির সমস্ত অন্ধকার জমান তাহার মূর্ত্তি; বরফের সমস্ত ঠাণ্ডা জমান তাহার চাহনি]

মলিনা—

তোমার কাপড়ের ভিতর ওকি! দণ্ডটা রাখনা ঐখানে উঃ [দণ্ডটা যেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিতেছে এইরূপ ভঙ্গী]

ওগো আমার বড় ভয় কচ্ছে, আমার গা কাঁপ্‌ছে। ওগো! ওকে যেতে বল না, ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

[হঠাৎ ভয় পাইয়া] দিদি, দিদি—মা—মা—

[ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব, কিন্তু এইবার নগ্ন নহে, বেশ-ভূষায় অতি সৌম্যমূর্ত্তি, ঠিক করুণার মত দেহ ও মুখাকৃতি]

ছায়ামূর্ত্তি—

এই যে আমি

মলিনা—

দিদি! তুমি দিদি?

ছায়ামূর্ত্তি—

হ্যাঁ আমি দিদি—তুমি যা বলে ডাক্‌বে আমি তাই

মলিনা—

দিদি! ঐখানে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ না—ঐ যে কে?

ছায়ামূর্ত্তি—

এমন করে কাঁপ্‌ছ কেন? ভয় কি?

মলিনা—

না আমার ভয় কচ্ছে যে।

ছায়ামূর্ত্তি—

আমি আছি, ভয় কি?

মলিনা—

কি রকম ভয়ঙ্কর দেখ্‌তে, দেখ্‌ছ না ?

ছায়ামূর্ত্তি—

ভয় নেই, ইনি তোমার বন্ধু,

মলিনা—

কে উনি ?

ছায়ামূর্ত্তি—

ওঁকে চেন না ?

মলিনা—

না ; কে উনি ?

ছায়ামূর্ত্তি—

যম ।

মলিনা—

যম ! আমায় নিতে এসেছে ? আমি কি তা হ'লে মরে যাব ?

ছায়ামূর্ত্তি—

সকলকেই ত মরতে হ'বে

মলিনা—

[যমকে] তুমি খুব জোরে আমায় দণ্ড দিয়ে মারবে ? আমার বড্ড লাগ্‌বে যে !

[ছায়ামূর্ত্তিকে] ওযে আমার কোন কথারই উত্তর দেয় না, একেবারেই কথা কয় না!

ছায়ামূর্ত্তি—

আগে তুমি ওকে চেন, ভালবাস; না ভালবাস্‌লে ও কথা কয় না, বরং রাগ করে!

মলিনা—

ওযে দেখ্‌তে বড় বিশ্রী, ওর চোখ যে ভয়ঙ্কর। ওর দণ্ড দিয়ে যে বিদ্যুৎ বেরুচ্ছে!

ছায়ামূর্ত্তি—

ওকে ভালবাস্‌লে তবে ওর আসল মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে, সে মূর্ত্তি বড় সুন্দর, বড় প্রিয়।—ও তোমার বন্ধু!

মলিনা—

আমি ওকে ভালবাস্‌ব কি করে? আমার তিনি যে আমায় নিয়েছেন!

ছায়ামূর্ত্তি—

যাকে চাও ও সেইই।

মলিনা—

[উঠিয়া বসিয়া] আমি তা হ'লে ওঁকে ভালবাস্‌ব বৈকি, উনি আমার বন্ধু। [চক্ষু বুজিয়া আপনার হস্তদ্বয় প্রসারিত

করিয়া প্রাণমন সমর্পণ করার ভঙ্গীতে সে ঐ কৃষ্ণবসনাবৃত মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইল]

ছায়ামূর্ত্তি—

এইবার এস, তোমার বাসব প্রস্তুত !

মলিনা—

আমার কি বিয়ে হ'ল ?

ছায়ামূর্ত্তি—

হ্যাঁ, এইবার তোমার দুঃখ যন্ত্রণার শেষ হ'ল

মলিনা—

হ'ল ?

ছায়ামূর্ত্তি—

তোমার কেমন সুন্দর দেহ ও সাজসজ্জা হ'বে

মলিনা—

[ভয় পাইয়া] আমার গাঁটছালা ?

ছায়ামূর্ত্তি—

গাঁটছালাটী মুঠো করে চেপে বুকের মধ্যে রেখো

মলিনা—

আমি কার বুকে রয়েছি, দিদি ?

ছায়ামূর্ত্তি—

এখনও চিন্‌তে পারনি ?

নিদ্রিত নারায়ণ

মলিনা—

হাঁ, এযে আমার তিনি এই গাঁটছালায় আমার সঙ্গে বাধা রয়েছেন! আমি তোমায় খুব ভালবাস্‌ব, তুমি বাস্‌বে? একি দিদি, আমি এত সুন্দর—এত গয়না আমায় কে দিলে, এ যে দিদির গয়না সব আর বছরে বাবা বিক্রী করেছিলেন, কে দিলে আমায়? বিয়ে হল, নয়? সত্যি বিয়ে হয়েছে! শাঁখ বাজ্‌ছে, উলু দিচ্ছে, কত সানাই, কত বাজনা, কত আলো জ্বলে উঠ্‌ল।—আমায় এত হাল্‌কা লাগ্‌ছে কেন? আমায় যেন কে টান্‌ছে! তুমি আমাকে ধর, হাতটা শক্ত করে ধর, তুমি ধর না হলে আমি যেতে পার্‌ব না! আমার ভয় কচ্ছে না, সত্যি কচ্ছে না। তুমি কাছে থাক্‌লে ভয় কি? আমায় ছেড়ো না—যাচ্ছি, যাচ্ছি—আমার—স্বামী —[ঘুমাইয়া পড়ার মত শয্যার উপর ধীরে ধীরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। আলোক নিবিল।]

পঞ্চম চিত্র

——*——

[ভোরেব আভাস—প্রথম চিত্রের ন্যায় মলিনা সেই অবস্থাতেই শয্যাব উপব শয়ন করিয়া রহিয়াছে ; করুণা রোগ শয্যার পার্শ্বে জাগিয়া জাগিয়া ক্লান্তি বশতঃ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; টলিতে টলিতে ও গান গাহিতে গাহিতে বিপিনেব প্রবেশ—জানালা দিয়া শুকতাবার মৃদু আলোক করুণা ও মলিনাব মুখে আসিয়া পডিয়াছিল]

গান।

সুরা পান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে
মদমাতালে মাতাল বলে।

বিপিন—

[কর্কশ স্বরে] এ কেবে ! কাবা শুয়েরে ? মলিনা ! করুণা ! ওরে হতচ্ছাড়ীরা—উঠ্‌না, বেটীরা ঘুমুচ্ছে দেখ্‌, মদ খেয়েছিস্‌ নাকি ? [আবার গান]

করুণা—

[ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া] একি! বাবা! চুপ্ কর, করছ কি? ওর যে বড্ড ভয়ানক অসুখ!

বিপিন—

অসুখ! কার, মলিনার? হাঁ - রেখে দে, ও বেটীর আবার অসুখ কর্ব্বে!

করুণা—

তুমি ত মার ধর করে বেরিয়ে গেলে, ওযে এদিকে জলে ডুবে মরতে গিযেছিল—সমস্ত রাত আবল্ তাবল্ ভুল বকেছে।

বিপিন—

মিথ্যা কথা, মরতে যাবে কেন, ওদের আর কি মরণ আছে, না আমারই মরণ আছে!

করুণা—

কি আর বল্‌ব তোমায়! তুমি যা করেছ, কর্চ্ছ, তা ভগবান দেখ্‌ছেন। তোমার ছেলে মেয়েরা না খেতে পেয়ে মরছে, আর তুমি মাতাল হয়ে সমস্ত রাত্রির পর ঘরে ঢুক্‌ছ—মলিনার যদি কিছু, ভগবান্ না করুন, হয় সে দোষ তোমার ঘাড়েই পড়ছে, সে জন্যে তুমিই দায়ী।

বিপিন—

[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল] ঠিক বলেছিস্—আমি মেরেছি বলে ও জলে ডুবতে গিয়েছিল ?

করুণা—

হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! কিন্তু তাতে তোমার আর কি ? এমন বাপের ছেলে মেয়েদের মরাও যা বাচাও তাই !

বিপিন—

[থামিয়া থামিয়া উত্তেজিত ভাবে] আমারই জন্যে—কেন ? আমি কি করেছি—রোজগার করে খাওয়াইনি তোদের ?—এতকাল কার খাচ্ছিস্ তোরা ? কে হাড় মাস কালী করে, সমস্ত স্বাস্থ্য নষ্ট করে, সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, স্বার্থের দিকে একবারও দৃক্‌পাত না করে তোদের এতদিন খাইয়েছে ? কাদের জন্যে আমি আফিসের বাবুর গঞ্জনা শোনবার জন্যে অভক্ষ্য জিনিষ আধপেটা খেয়ে দুকোশ রাস্তা, রোদে বিষ্টিতে সমানে দৌড়ে গেছি , কাদের পেটের ভাত, গায়ের কাপড়ের জন্যে এতটুকু সখ করে ভাল খাইনি পরিনি, কাদের জন্যে সেই সব !—তোদের মা, সে মরে বেঁচেছে, মাস পোড়ান খাটুনীর পর জিরুচ্ছে, আর আমি মরতে পারিনি, তাই বলে কি একটু জিরুতে পার্ব্বো

না—বিয়ে দিই নি, সেটা কি আমি সখ করে দিই নি! পাল্লু'ম না, কি করব? ভিটে মাটি বিক্রী করেও যে হয় না—কিন্তু আমার মেয়ে—আমার মেয়ে—আমার জন্যেই মরছে,—তা মরলই বা? আমার কি? আমার তাতে কি আসে যায়? [করুণা মুখ ঢাকিয়া ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া গেল; শুকতারা সঙ্গে সঙ্গে দিক্ চক্রবালের অন্তকালে নিষ্প্রভ হইয়া গেল।]

বিপিন—

[উদ্ভ্রান্ত ভাবে, যেন কোন অশরীরি মূর্ত্তি দেখিয়া—শূন্য দৃষ্টিতে] তুমি আবার কে? কোথা থেকে আসছ? আমায় মারবে না কি? কি চাও আমার কাছ থেকে? আমার কিছু নেই, মাতাল হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আমি, আমার কাছে কিছু পাবে না; হাত বাড়ালে কি হবে? কিছু নেই, আর রাজার দৌলত থাকলেও, তোমাকেই বা দেব কেন? যাও চলে যাও, দূর হও, যাবে না?—উঃ ছাড় ছাড়! কি ভয়ানক আগুনের মত—না, না, পারব না, গরীবের কেউ আছে নাকি? গরীবের ভাই নেই, বন্ধু নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই—তুমি আবার কে, আমার যন্ত্রণা দিতে এসেছ, যাবে না! উঃ—আমি কি করেছি যে আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ, ওতো মলিনা শুয়ে

আছে, ওর দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছ কি? কি নেবে তুমি? কি নেবে? কাকে নেবে? আমার কীর্ত্তি—আমি ওকে মেরে ফেলেছি? ওকি মরে গেছে? তা কি কর্ব্ব? আর তোমারই বা তাতে কি? নরকে যাব, কষ্ট পাব সে তো নতুন কিছু নয়; সারাজীবন কষ্ট পেয়েছি, কষ্টতে আর কষ্ট হবে না। ওগো তুমি অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন; মুখ ফেরাও—ওগো আর তাকিও না তাহ'লে আমি পাগল হ'য়ে যাব, চোখ বোজ শীগ্‌গির, মনে করছ আমি ভয় পাব? তা নয় [চীৎকার করিয়া] আমি তোমার চোখ উপড়ে ফেলব, আঙ্গুল দিয়ে তুলে নেব। [মূর্চ্ছিত হইয়া পতন, করুণা দৌড়াইয়া আসিল]

করুণা—

ও মাগো আমাদের কি হবে গো— !

ছায়াদৃশ্য

— *—

শূন্যপথে পুরুষ ও স্ত্রী মূর্ত্তি।

নীল ও শুভ্র ছায়া ও আলোব অবিরাম ক্রীড়া।

[পরদেশী পথিকের মুখে যাত্রার গান।]

বাবুলা মোরারে নেহি হারা ছুটা যায়,
চার কাহার মিলে
ডোলিয়া কাঁদাওয়ে
আপনা বেগানা ছুটা যায়।
আঙনাতো পরবত ভয়ো
ডেরী ভয়ি বিদেশ
লেও বাবুল ঘর আপনা
(অবহম্) যাত পিয়াকি দেশ॥

পুরুষ—

তুমি আমার চিরবৃতা [মলিনার সিন্দুর রেখাঙ্কিত কেশ-গুচ্ছে হাত দিয়া], তোমাতে আমার পূর্ণরূপ প্রকাশিত

হো'ক। [চক্ষু স্পর্শ করিয়া] কোটী সূর্য্যের আলো, কোটী চন্দ্রের জ্যোৎস্না আমি তোমার চোখে দিলাম। [কর্ণ স্পর্শ করিয়া] সপ্ত লোকের, সমস্ত দেব দেবী ঋষি মানবের নিখিল প্রাণীর স্ফুট অথবা অস্ফুট ভাষা, তোমাতে ধ্বনিত হয়ে উঠুক! [হৃদয় স্পর্শ করিয়া] নির্ম্মল উষা ও নিস্তব্ধ সন্ধ্যার আভার অবিরাম পর্য্যায় তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হো'ক। [ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া] নিখিল লোকের নিখিল প্রাণীর অনাহত সঙ্গীত, অনাগত বাণী তোমার মুখে ফুটুক্। [সমগ্র দেহ স্পর্শ করিয়া] অনন্ত নীলাকাশ, অসীম সিন্ধু, বিশাল শৈল-মালা, দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি, অথবা সুশ্যামল বনশ্রেণী, যাহা কিছু সীমাহীন, অন্তহীন, তাহা তোমার সান্তরূপে প্রতিভাত হোক্। [হৃদয় স্পর্শ করিয়া] বিচিত্রা প্রকৃতির নিত্য নব-লীলা, অনন্ত মানবজীবনের নিত্য নবভাব, তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের উদ্বেল কম্পনে আমি সঞ্চার করলুম।

তোমার চোখের জলে সংসারের নিখিল গোপন ব্যথা ও রুদ্ধ আবেগ রক্ত কুসুম হ'য়ে আমার বক্ষের বৈজয়ন্তী হার রচনা করুক।

[পুরুষ মূর্ত্তির দেহ হইতে একটা উজ্জ্বল আলোক বাহির হইয়া কক্ষের ভিত্তিগুলিকে অদৃশ্য করিয়া দিল! বাহির ও অন্তর মিলাইয়া গিয়া কেবল একটা আলো-আঁধারের সীমাহীন

প্রান্তরের দৃশ্য। পুরুষ স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রান্তরের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, চল।]

স্ত্রী—

কোথায়?

পুরুষ—

ঐ যে বাইরে, সকলের মধ্যে, সবারই মধ্যে যে আমাকে তোমায় পেতে হ'বে, তোমাকেও আমায় পেতে হ'বে। আমরা দুজনেই যে অনন্ত পথের যাত্রী। চল।

[দুইজনে শূন্য প্রান্তরের পথে অগ্রসর হইল]

স্ত্রী—

শূন্য প্রান্তরে অদৃশ্য হইতে হইতে] উঃ এর শুনছি! কে কাঁদছে যেন? হ্যাঁ, স্পষ্ট কাঁদছে ঐ শোন, আকাশে কান পেতে শোন—আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি একটা অসীম ক্রন্দন ঐ শূন্য প্রান্তর বেয়ে ভেসে আসছে—শোনো শোনো কি বিরাট ব্যথা নিয়ে একটা বিশ্বজোড়া ক্রন্দন চরাচর লোক ছেয়ে ফেলছে—এ কার কান্না? এ শূন্য প্রান্তরে গভীর অন্ধকারে একলা কে জেগে বসে গুমরে গুমরে কাঁদছে—এ বুঝি কোন বিরহী-হৃদয়ের আকুল বেদনা রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে নিবিড়তর করে তুলছে।

না, না, এ একলা কারুর কান্না ত নয়—অনেক লোক

যে এক সঙ্গে কাঁদ্‌ছে—সকলের কান্না জুড়ে যে একটা বিরাট ক্রন্দন আকাশ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হ'চ্ছে।

এ কি? এযে আমার খুব কাছে শুনা যাচ্ছে—চুপ চুপ, শুনি ভাল ক...—এই যে একবারে আমার ভিতর হ'তেই কান্না শুনা যাচ্ছে! একি আমার বুক যে আমারি ক্রন্দনে ভরে উঠ্‌ছে—ঐ যে বুকের ভেতর কান্নার শব্দ শিরায় শিরায় রক্তের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে আমার শরীরময় স্পন্দিত হ'চ্ছে।

মরুভূমির দীর্ঘ নিঃশ্বাস, আগ্নেয়-গিরির হৃদয়জ্বালা, উত্তাল তরঙ্গমালার নিরন্তর ক্রন্দন, উল্কাপাতের তীব্র আবেগ যে আমার হৃদয়ে ফুটে উঠ্‌ছে-

এই যে আমার বুকের ভেতর রোগীর যাতনা, এই যে আমার বক্ষে আশাহীনের তপ্তশ্বাস- এই যে আমার উদরে ক্ষুধিতের তীব্র যাতনা, আমার হস্তপদে কুষ্ঠরোগীর বেদনা, এ কি আমি অন্ধ হ'লাম না কি? আমি ত আমার চোখে আলো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—

আমি যে আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমার চোখে দৃষ্টি নেই, শরীরের সামর্থ্য নেই, কণ্ঠে ভাষা নেই, কর্ণে শব্দ নেই, হৃদয়ে আশা নেই; নিরাশার ছায়া, নিঃসম্বলের অন্ধকার, হতভাগ্যের দীর্ঘনিশ্বাস দিয়ে এই যে আমার শরীর তৈরী

হ'ল—সকল শূন্যতা সকল অপূর্ণতা নিয়ে আমি পূর্ণ হতে চলেছি—

কই আমি—আমার অনন্তক্রন্দন প্রান্তরের গভীর অন্ধকারে লক্ষমুখে যে ছুট্‌ছে, লক্ষ কণ্ঠে যে আমার ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে—আর ত আমি একলা নহি, জগতের প্রত্যেক পীড়িত হৃদয়ে যে আমি প্রকাশিত হ'তে হ'তে ক্রমশঃ বহু হ'তে চলেছি।

এ যে বহু অপূর্ণ আমি দুঃখময়রূপ ধারণ করে, তোমার মহিমা বোঝ্‌বার জন্য, তোমার দয়ায় আশ্রয় নেবার জন্য তোমার প্রেম পরখ কর্‌বার জন্য কাঁদ্‌ছি। আমার সকল ক্রন্দন শূন্য প্রান্তর দিয়ে বেয়ে চলে আমার বুকে ফিরে আসছে; আবার আমারই অসংখ্য দুঃখময় দেহে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশঃ বিরাট হ'তে বিরাটতর হ'তে চল্‌ছে—এ কোন অনাদি ক্রন্দনের মঙ্গল বাদ্যে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়ে কোন ক্রন্দনে গিয়ে থাম্‌বে!

[শূন্য প্রান্তর হইতে লোকচরাচরের অশ্রুপাতের গান]

পাপই যদি থাকে
আমি ভয় করি নি তা'তে
(শুধু) জানিয়ে দিও, বুঝিয়ে দিও মোরে
ফির্‌ছ তুমি আমার সাথে সাথে।

নিদ্রিত নারায়ণ

পাপের বোঝা ভারি জানি হবে'
তুমিই যে সব খালাস করে ল'বে
নাই যদি নাও, তাই বা কিসের ক্ষতি
তোমার বোঝা বইব আমার মাথে।

অপথ ধরে না যাই যদি প্রভু
পথ দেখাতে আসবে কি আর কভু
পথ ভুলানো তোমারই সেই মায়া
পথ দেখাবে গভীর আঁধার রাতে।

বুকের পাষাণ করছি শুধু ভারি
দেখ্‌ছি কত সইতে আমি পারি
জানি তুমি আস্‌বে দয়াল ঠাকুর
সরিয়ে দিতে সবই আপন হাতে।

আমার ব্যথায় আমার দুঃখে স্বামী
সান্ত্বনা যে করবে তুমি জানি
স্পর্শে তোমার, চির-নীরোগ হ'তে
ভুগ্‌ছি প্রভু রোগের বেদনাতে।

নিদ্রিত নারায়ণ

লক্ষ বুকের কাঁদন এমন কেন
আমার বুকে গুমরে ওঠে হেন
আমায় নিয়ে শুধুই ভাঙ্গাগড়া
চিরটিকাল অশ্রুসলিল পাতে।

[প্রান্তরের মধ্যে বহু নরনারীর সমাগম। সকলেই আঁধার পথে পথ-হারা, নানা বিরোধীভাবে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত—]

"ওগো আর কতদূর ? আর পারিনা যে !"

"ওরে আমার হাত ছাড়্‌লি কেন ?"

"আ মর মিন্‌সে, সাম্‌নে দাঁড়াচ্ছিস কেন ? হোঁচোট খাব যে !"

"দাওনা বেটাকে ধাক্কা, বেটা খোঁড়া !"

"ও বেটাও নেঙ্‌চাতে নেঙ্‌চাতে আমাদের সঙ্গে আস্‌ছে।"

"হট্‌ যাও, হট্‌ যাও।"

"ওরে ঠেল্‌ছিস্‌ কেন ? পড়ে যাব যে !"

"আমার মোট্‌টা নাওনা একটু, ঘাড় ফেটে যাচ্ছে যে !"

"বাবারে, গেছিরে, মেরে ফেল্লে রে—আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল রে"—

"উঃ বুক গেল ! দম্‌ আট্‌কাচ্ছে, আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও না গো,—কেউ দেবে না ?"

["কি ভয়ঙ্কর কোয়াসা, কিচ্ছু দেখা যায় না যে"—]

প্রথম—

ওহে—ওদিকে নয়, আমি ঠিক জানি, এই দিকে, এদিক দিয়েই রাস্তা

দ্বিতীয়—

[উল্টা দিক দেখাইযা] কখ্খনো না—ডাইনে গেলেই পথ পাওয়া যাবে।

তৃতীয়—

হ্যা, তুমি অম্নি দেখে রেখেছো, ডানদিকে কোয়াসা আরো বেশী জমে রয়েছে, দেখ্ছ না—আমি বল্‌ছি বাঁয়ে যেতেই হ'বে।

চতুর্থ—

না হে ডাইনেও নয়, বাঁয়েও নয়—আমার বোধ হয় পেছনে যেতে হ'বে—রাস্তা আমরা ফেলে এসেছি।

পঞ্চম—

না--না—আগে,—আগে—খবরদার পেছিও না—আগে চল।

বালক—

তোমরা সারারাত ধরে গোলই কর্‌ছ। সুর্য্য উঠ্‌লে পথ পাওয়া যাবে, ব্যস্ত কেন ?

নারীগণ—

ওমা, আমরা কোথায় যাব গো! তোমরাই পথ হারিয়ে বস্‌লে, তা হ'লে আমাদের কি হ'বে!

বালিকা—

[ক্রন্দনের সুরে] হেই ঠাকুর! আমরা সারা রাত ধরে ঘুরে মলুম, হিমে সর্ব্বশরীর অসাড় হয়ে গেছে, পথ দেখিয়ে দাও ঠাকুর ম'শায়!

পুরুষগণ—

কে তুমি ভাই? আমরা পথ হারিয়েছি, তুমি আমাদের পথ বলে দেবে?

পুরুষ—

আমি যে তোমাদেরই চির-পরিচিত, তোমরা যে আমার পথেরই যাত্রী!

বালক—

তাইত, তাইত, ইনি যে আমাদের চেনা!

দুই চারিজন—

কেরে ও? কাকে বল্‌ছিস্‌?

অন্য কয়েকজন—

হ্যাঁ, চেনা লোকই ত বটে।

পুরুষ—

তোমরা আমাকে চিনতে পারছ না? ভাল ক'রে দেখ একবার।

[সকলে পুরুষ মূর্ত্তিকে ঘিরিয়া ফেলিল]

চিনেছি, চিনেছি,—তুমি আমাদের বন্ধু।

পুরুষ—

তোমরা পথ হা'রেছ, চল আমার সঙ্গে।

সকলে—

তোমার সঙ্গে? তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

পুরুষ—

আমি যে তোমাদের সঙ্গে অনন্তের যাত্রী,—এ যাত্রার পথেই যে তোমাদের সঙ্গে আমার প্রতিদিন নব নব পরিচয় হ'বে। তোমাদের ফেলে যে আমার স্বতন্ত্র গতি নেই। তোমাদের প্রত্যেকের গতিতে আমার গতি, তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমার পরম গতি। তোমাদের একজনও পেছিয়ে পড়ে থাকলে আমার যাওয়া হ'বে না। অজ্ঞানে, রোগে, দারিদ্র্যে, অপবিত্রতায় কেউ অক্ষম হ'লে আমি যে আমার সকল জ্ঞান, সকল সৌন্দর্য্য, সব পূর্ণতা তাকে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব।

নিদ্রিত নারায়ণ

কয়েকজন—

তুমি পারবে?

আরও কয়েকজন—

তুমি নিশ্চয়ই পাববে, তুমি না হলে আর কে পাববে?

পুরুষ—

হ্যাঁ আমি পার্‌ব, তোমরাই যে আমার চিরপরিচিত। তোমাদের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে যে আমি পূর্ণ ; যে আমি আলো হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছি, ওতে তোমাদে.. অন্ধকার, সকল অজ্ঞান দূব হোক। এই যে আম প্রভাত বায়ু বইছে, ও হ'তে তোমাদের প্রাণে প্রা বল সঞ্চার হোক। এই যে চারিদিকে আমার শক্তি প্রভাত পাখীর গান জেগে উঠ্‌ল, তাতে তোমাদেব কাণে কাণে শত আশার বাণী ধ্বনিত হোক। এই যে আমাব নানা বিচিত্র কুসুম ফুটে উঠ্‌ল, ওতে তোমাদেব মধ্যে যা, কিছু অসুন্দর, জীর্ণ, কুৎসিত, তা সবই সুন্দর, কমনীয় হ'য়ে যাক্‌। এই যে আমার শিশিরে ঝল্‌মল্‌, দুর্ব্বায় শ্যামল ও শস্যে হরিৎ বসুন্ধরার উপর দিয়ে যাচ্ছ, এ হ'তে তোমরা শৌর্য্যে, সামর্থ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠ, তোমাদের সকল দারিদ্র্য দুঃখ ঘুচে যাক্‌—এই আমার পরিপূর্ণ বিশ্ব তোমাদিগকে প্রতিনিয়ত

পরিপূর্ণ করে তুলুক। আমি এই আমার সকল নিয়ে তোমাদিগকে পূর্ণ করি, পূর্ণ হই!

আমি যুগযুগান্ত কাল ধরে এমনি করে আমার পূর্ণতাকে ফুটিয়ে তুল্‌ছি। প্রথমে আমি কুম্ভকার ছিলাম। সৃষ্টির অনাদিকালে আমি কত না নীহারিকা পুঞ্জ, অগ্নিগোলা ও মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে নিজের মন মত কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভেঙ্গেছি, গড়েছি। তারপর আমি হ'য়েছিলাম চিত্রকর। পর্ব্বতে বনভূমিতে, জীবরাজ্যে, উদ্ভিদরাজ্যে আমি কত না বিচিত্র বর্ণ রূপ ফুটিয়ে তুলেছি। বৃক্ষের শ্যামলতা, মরুভূমির ধূসরতা, সূর্য্যের দীপ্তি, রামধনুর বিচিত্র ছটা, ময়ূরের পুচ্ছ, মানুষের কমনীয়তা, আমার তুলিকার স্পর্শে বিচিত্র। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দের এত লীলাবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেও আমার তৃপ্তিলাভ হয় নি। তাই এখন আমি ব্যাকুল হয়ে বিশ্বের পথে বাহির হয়েছি। আমার জীবন পথ যে আমার আমাকে চিন্‌বার পথ। কিন্তু আমার আমাকে চিন্‌লেই ত শুধু হ'বে না। আমি এ অনন্ত জীবন পথে যে দুরন্ত বাসনায় এত সঙ্গীর সৃষ্টি করলাম—সজীব অচেতন, শরীরী, অশরীরী—তাদের জ্ঞান তাদের মুক্তি না হ'লে যে আমার আনন্দ ও মুক্তি নেই! পূর্ণ জ্ঞান নেই। তাই আমিও তোমাদের পথের পথিক হয়েছি। আমি তোমাদের সহযাত্রী।

[একটা দীপ্ত আলোকছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রান্তরস্থ সকলে বিলীন হইয়া অত্যুজ্জ্বল আলোক সন্নিপাতে দিব্য যুগলমূর্ত্তি প্রকটিত হইল।]

ষষ্ঠ চিত্র।

অশরীরী গান।

হে মহাদুঃখ সাধক মুখ্য
রুক্ষ শ্মশানচারী হে।
ক্ষুব্ধ রুদ্র মহাসমুদ্র
মথিত গরলধারী হে।

চিরনিরন্ন দুঃখী দীন
রুগ্ন শীর্ণ জীর্ণ ক্ষীণ
খঞ্জ পঙ্গু নেত্রহীন
তবু, ত্রিকালবিহারী হে।

ধরিয়াছ চির দৈন্যের বেশ
মহাব্যোম ব্যাপী তুমি ব্যোমকেশ ;
হে মহাশূন্য জীবনের শেষ
মরণ-শঙ্কা-তারী হে।

আলোক চাহিছ হইয়া অন্ধ
মুক্তি মাগিছ করিয়া বন্ধ,
তেয়াগি সুখ, দুঃখানন্দ
ভিক্ষু-জীবন-ধারী হে।

সান্ত্বনা চাহ ব্যথিতের বুকে
রোগ শোক মাঝে কাঁদিতেছ দুখে
পতিতের সাথে ধূলি মাখি সুখে
তুমি দুখ-লোকচারী হে।

[মলিনার কক্ষ দ্বিতীয় চিত্রে যেমন ছিল ঠিক তেমন, মলিনা বিছানায় শুইয়া।—সূর্য্যোদয়ের আলো জানালা দিয়া মলিনার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। করুনা ভীতভাবে তাহার কপাল স্পর্শ করিল।]

[করুণা শয্যার উপর মূর্চ্ছিতা। ডাক্তার ঘরের এক পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া আপনার Stethoscope নাড়াচাড়া করিতেছেন। কেলো বেগে প্রবেশ করিয়া সকলের মুখের উপর একটা উদ্বিগ্ন প্রশ্নময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। মধু পশ্চাৎ ফিরিয়া খোলা জানালার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। হরি বিভ্রান্তভাবে বিপিনকে জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিতেছে। নবা গায়ের চাদরটা জড়াইয়া জড়াইয়া সকলের

দৃষ্টি হইতে তাহা লুকাইতেছে। প্রবোধ শয্যার দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় বিপিন প্রবোধের হাত ধরিয়া অন্য হস্তে মলিনার হাত ধরিয়া বলিল—]

মলিনা, ওঠ, মা আমার, চল তোমার বিয়ে দেব চল।

অশরীরী গান ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদেবতার পুনঃপ্রবেশ। পূর্ব্বেকার মতনই কাল কাপড়ে আবৃত বিরাট প্রেত-মূর্ত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার ক্রোড়ে একটী রুগ্ন ঘুমন্ত শিশু, পরিধানে তাহার শতধা জীর্ণ মলিন কন্থা। শিশুর একটি হস্ত অসাড়, বিলম্বিত ও তাহাতে পূতিগন্ধময় দুষ্ট ক্ষত। ঐ মূর্ত্তি সকলের সম্মুখ দিয়া গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। প্রস্থানের মুহূর্ত্তপূর্ব্বে তাহার ঘোর কৃষ্ণ আবরণ ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়া এক সুন্দর স্নেহকরুণ মূর্ত্তি দেখা গেল, শিশুর অধর কোণেও এক স্বচ্ছন্দতা ও শান্তির আভাস দেখা গেল।]

সম্পূর্ণ।